কাদিয়ানে মজলিসে-শুরা, ১৯৩৯

কার্য্য-বিবরণী ও হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) বক্তৃতার সারমর্ম্ম

৭ ই এপ্রিল কাদিয়ান তালীমুল-ইসলাম হাইস্কুলের হলে ৪ ঘটিকার সময় কোরান পাঠের পর মজলিসে শুরার কার্য্যারম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) সমবেত সদস্যগণ-সহ দোয়া করেন; অতঃপর বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্ব্ব-প্রথম তিনি মজলিসে-শুরার এজেণ্ডা সম্বন্ধে এজেণ্ডা-প্রকাশকগণের মনোযোগ আকর্ষন করিয়া বলেন যে, এজেণ্ডার শীর্ষে অধিবেশনের সংখ্যার উল্লেখ থাকা আবশ্যক—অর্থাৎ পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ বা সপ্তদশ অধিবেশন,—এরূপ উল্লেখ থাকা চাই। ইহাতে মজলিসে-শুরার এজেণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ইতিহাসও রক্ষা হইবে।

অতঃপর বলেন :—

তাহ্‌রিক-জদীদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে বা বিগত বর্ষের শেষ ভাগে আমি যে সকল খোৎবা প্রদান করিয়া করিয়াছি তাহা হইতে বন্ধুগণ অবগত থাকিবেন যে, আমি বর্ত্তমান কালের প্রয়োজনানুযায়ী জমাতের জন্য কতিপয় বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়াছি এবং সেই সকল বিষয়ের প্রতি জমাতের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। সেই বিষয়গুলি সংক্ষেপে এই :—

(১) জমাতের সকল ব্যক্তিগণের এবং বিশেষ করিয়া যুবকগণের "আমলি জিন্দিগী" বা ব্যবহারিক জীবন সুগঠিত করা।

(২) জমাতের কাজের ভিত্তি আর্থিক বোঝের উপর না রাখিয়া ব্যক্তিগত কোরবানীর উপর রাখা।

(৩) জমাতে তাহ্‌রিক-জদীদের এরূপ এক ফাণ্ড প্রস্তুত করা যাহার সাহায্যে আর্থিক অনটন তবলীগ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে।

(৪) তবলীগ-কার্য্যে জমাতের মেম্বরগণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ প্রদান। ইহারই ব্যাখ্যা স্বরূপ আমি জমাতের প্রত্যেক মেম্বর হইতে অন্ততঃ এক বৎসরে এক জন নূতন আহমদী করিবার প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছি।

এই চারিটি বিষয়ের প্রতি জমাত পূর্ণরূপে মনোযোগী হইলে নিশ্চয়ই অতি অল্প দিনের মধ্যেই এক মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

প্রাণের কোরবানীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) বলেন, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি জীবন উৎসর্গের 'তাহ্‌রিক' বা আহ্বান করিয়াছি। এই আহবানে সুশিক্ষিত ও নিষ্ঠাবান যুবকগণ নিজদিগকে পেশ করিতেছেন এবং তবলীগ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই যুবকদের এক দলকে পূর্ব্বে বিদেশে পাঠান হইয়াছে। এই রূপে ধর্ম্মের জন্য প্রেম ও কোরবানীর অভিব্যক্তি তো হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের পূর্ণ 'তরবীয়ত' বা ট্রেনিং না হওয়ার ফলের সব দিক দিয়া আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ হয় নাই। তথাপি কোন কোন স্থানে অতি উত্তম ফল প্রসূত হইয়াছে এবং কোন কোন যুবক ধর্ম্ম পথে জীবন দান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

সম্প্রতি একটি প্রাণের কোরবানীর ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা অলীদাদ খাঁ সাহেবের কাতলের ঘটনা। তাঁহাকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া এবং কিছু ঔষধ সঙ্গে দিয়া স্বদেশে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারই আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে 'শহিদ' করিয়া দিয়াছে।

তদ্রূপ পাঞ্জাব-নিবাসী আর একটি যুবক কিছুকাল পূর্ব্বে আফগানিস্থান চলিয়া গিয়াছিল। বিদেশে যাইতে হইলে যে পাস-পোর্ট নিয়া যাইতে হয় তাহা সে অবগত না থাকায় পাস-পোর্ট ছাড়াই সে তথায় চলিয়া গিয়াছিল। তাই তথাকার গবর্ণমেণ্ট তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কারারুদ্ধ করে। সে কারাগারেই তবলীগ করিতে আরম্ভ করিলে তাহার তবলীগে লোক প্রভাম্বিত হইতেছে দেখিয়া তাহাকে কারামুক্ত করিয়া পাঞ্জাবে পৌছাইয়া দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে পৌঁছিয়া সে আমাকে বলে, "বিদেশে যাওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়া আমি আফগানিস্তান চলিয়া গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আমি কোথায় যাই"। আমি তাহাকে বলিলাম, চীন দেশে "চলিয়া যাও"। তাহার নাম ছিল আদালত খাঁ। সে আর একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া কাশ্মীরের পথে চীন দেশে রওয়ানা হয়। কিন্তু কাশ্মীর

পৌঁছিয়াই সে রুগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তথায়ই সে প্রাণ-ত্যাগ করে। তাহার সাথী অগ্রসর ইহয়া পূর্ব্বতাতারে পৌঁছিয়া তবলীগ আরম্ভ করিয়াছে এবং খোদাতা'লার ফজলে তথায় একটি পরিবার আহমদী হইয়াছে। এখন কতিপয় যুবককে তালীম বা ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিদেশে প্রেরণ করা হইবে তৎপর তাহাদিগকে তবলীগের কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল টাকার। এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা তাহ্‌রিক-জদীদের চাঁদার ওয়াদা অধিক হইয়াছে এবং আমাদের ইচ্ছা আছে একটী স্থায়ী ফাণ্ড প্রস্তুত করার।

আমলী হিস্যা বা ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য খোদ্দামুল-আহমদীয়া সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কাদিয়ানে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ উত্তমরূপে চলিয়াছে। এখানকার যুবকগণ ট্রেনিং পাইলে পর তাহাদিগকে বাহিরের জমাত সমূহের যুবকদিগকে 'তরবীয়ত' বা ট্রেনিং করার উদ্দেশ্যে বাহিরে পাঠান হইবে।

বৎসরে অন্ততঃ এক জন আহমদী করিবার ওয়াদা আসিতেছে। এখনো সকল হইতে আসে নাই। এ বিষয়ের প্রতি জমাত বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলে মহা উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

অতঃপর জগতের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের প্রতি সদস্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন :—

"আমি গত বৎসর বলিয়াছিলাম যে, জগতে মহা পরিবর্ত্তন আসিবে। ফলতঃ বর্ত্তমানে ইউরোপ স্বীকার করিতেছে যে, যুদ্ধ বাঁধিলে ইউরোপ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং ইউরোপের ধ্বংসে সমস্ত জগতে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে এবং ফলে ইসলামের প্রচার ও উন্নতির উপায় সৃষ্টি হইবে। সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের জন্য অতি সঙ্কট-কাল উপস্থিত, কারণ আমাদের কাজ—নূতন জগৎ সৃষ্টি ও সংস্থাপন। অন্যান্য জাতি তো প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহাদের উন্নতি-কালের কোন সীমা নির্দ্দেশ নাই। যখনই সুযোগ লাভ হয় তখনই উন্নতি লাভ করিয়া লইবে—এই আশায় তাহারা কাজ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের জন্য এখনই উন্নতির কাল। কারণ নবীর জমাত নির্দ্ধারিত কালেই উন্নতি লাভ করে। অবশ্য তাহাদের পার্থিব উন্নতি সাধনের কাল তো দীর্ঘ হয়। কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক প্রাধান্য লাভের কাল নবীর আবির্ভাব কালের নিকটবর্ত্তী সময়েই হইয়া থাকে। আমাদের অবস্থাও তাহাই। সময় দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে দুনিয়াতে ইসলামী নেজাম বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই নেজাম প্রতিষ্ঠার জন্যই হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব আমাদের উচিত, এই কার্য্যের জন্য কোনরূপ কোরবাণী পেশ করিতে ইতস্ততঃ না করা।

অতঃপর পাঁচটি সব-কমিটি নির্ব্বাচন করার পর অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় সেই দিনকার অধিবেশন শেষ হয়। এই অধিবেশনে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ, ব্রহ্মদেশ ও আফ্রিকার জমাত সমূহ হইতে ৪১৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ও বিদেশ হইতে আগত দর্শকগণের সংখ্যা ৭৫০ জন ছিল।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে জমাতের প্রতিনিধিগণকে সম্বোধন করিয়া হজরত আমিরুল-মোমেনীন বলেন :—

পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত সমূহকে যথোচিত ভাবে কার্য্যে পরিণত করা হয় না। অতঃপর বলেন—আমি নাজেরগণকে এই সভার সিদ্ধান্ত সমূহকে অতি যত্ন ও সাবধানতা সহকারে কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ করিতেছি। আমি দেখিতেছি, আজ কাল অনেকটা সংশোধন হইতেছে। আমি বিভিন্ন জমাতের প্রতিনিধিগণকেও বলিতেছি, তাঁহারা যেন এই সভার সিদ্ধান্তগুলিকে উত্তমরূপে এবং অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) আল্‌বেনিয়ার উপর ইটালীর আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন :—

আল্‌বেনিয়া একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাজ্য। ইহা প্রথম তুরস্কের অধীন ছিল। বিগত মহা যুদ্ধের সময় ইহা খৃষ্টান রাজ্য সমূহের প্ররোচনায় স্বাধীন হইয়া যায়। খৃষ্টান শক্তি সমূহের এই অভ্যাস যে, প্রথমতঃ তাহারা কোন এলাকাকে স্বাধীন করিয়া দেয়, পরে নিজে উহাকে অধিকার করিয়া লয়। আল্‌বেনিয়ার সঙ্গেও তাহাই হইবে। ইহা ইসলামী রাজ্য বলিয়া কোন খৃষ্টান রাজ্য ইহার সাহায্য কল্লে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু এইরূপ প্রকাশ্য জুল্‌ম খোদাতা'লার 'গজব' বা অভিশাপকে উত্তেজিত করিবে এবং খোদাতা'লা এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যে, যাহারা 'মজলুম' বা অত্যাচারিতের সাহায্য কল্লে অগ্রসর হয় নাই তাহারাই অন্য কোনরূপে বিপদ-গ্রস্ত হইবে। হইতে পারে যে, আল্‌বেনিয়ার উপর এই আক্রমণের ফলে

কোন খৃষ্টান রাজ্যও কোন কোন না রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে এবং ফলে বড় বড় রাজত্বগুলিকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, বর্ত্তমানে আমরা কেমন সঙ্কটাপন্ন সময়ের ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতেছি এবং আমাদের কত সতর্কতা ও উদ্যমের আবশ্যক। আমাদের অবস্থা তো এরূপ হওয়া চাই যে, কেহ একবার কোন প্রতিশ্রুতি করিলে তাহা পূর্ণ করার জন্য যেন পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে না হয় এবং প্রত্যেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যেন তাহা পূর্ণ করে এবং কার্য্যে পরিণত করিতে থাকে। যে সকল জমাত এরূপ করিতে প্রস্তুত তাহারা নিজ নিজ নাম দফতরে লিখাইয়া দেউক। তাহাদিগকে ভবিষ্যতে কোন ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে না। তাহারা নিজেরাই নিজ নিজ 'ফর্‌জ' বা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

আপাততঃ যে সকল জমাত এরূপ করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকে নিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা যাউক এবং ভবিষ্যতে সকল জমাতকেই এরূপ করা হউক। যদি জমাতে এই অভ্যাস সৃষ্টি হয় যে কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করা হইলে সমস্ত আহমদী তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিয়া যায় তবে মহা ফল ফলিতে পারে এবং জমাতের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা বহু বৃদ্ধি হইতে পারে।

অতঃপর এবৎসর বজেটে যে বৃদ্ধি হুজুর (আইঃ) কর্ত্তৃক মুঞ্জুর করা হইয়াছে (অর্থাৎ ২৮৮৫৲ টাকা) তাহা প্রাইভেট সেক্রেটারি সাহেব ঘোষণা করিয়া দেন।

অতঃপর নেজারত-আলীয়ার সাব-কমিটির এক প্রস্তাব পেশ হয় যে, যেহেতু তাহরিক-জদীদের কর্ম্মী-নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে এখনো পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয় নাই অতএব বর্ত্তমানে সদর আঞ্জোমান আহমদীয়ার কর্ম্মী নিয়োগ সম্বন্ধে তাহা অবলম্বন না করিয়া পুরাতন নিয়মই জারি রাখা উচিত। এই প্রস্তাবের সাপক্ষে ৩৪০ ভোট এবং বিপক্ষে ২৮ টি ভোট হয়। হুজুর (আইঃ) অধিকাংশের মতই মুঞ্জুর করেন।

অতঃপর খেলাফত জুবিলী সম্বন্ধে সাব-কমিটির প্রস্তাব পেশ করা হয়। সেই প্রস্তাবগুলি প্রকৃত পক্ষে জুবিলীর প্রোগ্রাম ছিল। হুজুর এই সম্বন্ধে সকলের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান প্রস্তাব এই যে :—

(১) ১৯৩৯ সনের সালানা-জলসাকেই খেলাফত জুবিলীর জন্য নির্দ্ধারিত করা হউক।

(২) আহমদীয়া জমাতের পতাকা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সাহাবীগণের চাঁদা দ্বারা প্রস্তুত করা হউক। মহিলা সাহাবীবৃন্দ ইহার জন্য সূতা কাটিবেন। এই পতাকা খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে উড্ডীন করা হইবে।

(৩) জুবিলী উপলক্ষে কবিতা-প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান না করিয়া কবিগণকে ধর্ম্ম-বিষয়ে ও জমাত সংক্রান্ত বিষয়ে 'নজম' বা কবিতা রচনা করিতে বলা হউক। এই সকল কবিতা প্রথমে একবার দেখিয়া পরে জলসায় পাঠ করা হউক।

(৪) 'চেরাগা' বা দীপালি না করিয়া কেবল মিনারাতুল-মসিহ্‌র উপর পূর্ণ রূপে আলোর ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আঃ) খেদমতে ভারতবর্ষের জমাত-সমূহের পক্ষ হইতে "Address" বা অভিভাষণ পেশ করা হউক এবং ভারতের বাহিরের জমাত সমূহও ইচ্ছা করিলে অভিভাষণ পেশ করুক।

দাওয়াত্‌-তবলীগের সাব-কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিল যে, তবলীগ দিবস বৎসরে দুই দিন না করিয়া চারি দিন করা হউক। অধিকাংশ সদস্যের অভিমত এই ছিল যে, দুই দিনের কাজকেই অধিকতর পূর্ণরূপে সম্পাদন করা হউক। হুজুর (আইঃ) অধিকাংশ সদস্যের অভিমত মুঞ্জুর করিয়া বলেন, এই দিবসদ্বয়ে এরূপ ব্যবস্থা করা হউক যেন প্রত্যেক আহমদী তবলীগ করে এবং ফলে তবলীগও প্রসারিত হয় এবং প্রত্যেক আহমদীই মোবাল্লেগ হয়, এরূপ যেন না হয় যে, এক জন তবলীগ করিল, আর বাকী লোকগণ কেবল সাথে সাথে থাকিল। অবশ্য আর এক দিন বাড়াইয়া হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) অভিলাষ অনুসারে অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে নিমন্ত্রিত করতঃ কোন বিশিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হউক এবং তাহাতে প্রত্যেক ধর্ম্মবলম্বীগণ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে নিজ নিজ ধর্ম্মের মতানুসারে বক্তৃতা করতঃ আপন আপন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করুক।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবন-চরিত আলোচনার উদ্দেশ্যে জলসা করা সম্বন্ধে হুজুর বলেন যে, পৃথক সভার বন্দোবস্ত না করিয়া উপরুক্তরূপ সভাতেই হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) জীবন-চরিত সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা রাখা হউক। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম-গুরুদিগের জীবন-চরিত বর্ণনা করিবার জন্য বলা হউক। হাঁ, হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবন-চরিত সম্বন্ধে আলফ়জলের পঞ্চাশ ষাট পৃষ্ঠার এক বিশেষ বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করা হউক, যেন এইরূপেও

লোক হজরত মসিহ মাউদের (আইঃ) জীবন-চরিত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

নেজারত-তালীম-তরবীয়তের সাব-কমিটির প্রস্তাব যে,—এ বৎসর পুরাতন কর্জ্জ আদায় করিয়া অজিফা (বৃত্তি) ও কর্জ্জ হাসানা প্রদান করা হউক—অধিকাংশ মেম্বরগণ কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং হুজুরও (আইঃ) তাহা মুঞ্জুর করেন।

মাদ্রাসা-আহমদীয়া সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট ও সাব-কমিটির প্রস্তাব যাহা অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হয় হুজুরও (আইঃ) মুঞ্জুর করেন। মুঞ্জুরকৃত প্রস্তাবটি এই—মাদ্রাসা-আহমদীয়ায় ভর্ত্তির জন্য আপাততঃ 'মিডল' বা মধ্য-ইংরাজী পাস সর্ত্ত রাখা হউক।

অতপর রাত্রে সাড়ে নয় ঘটিকার সময় অধিবেশন শেষ হয় এবং মগরেব ও এশার নামাজ পাঠান্তে সমস্ত প্রতিনিধি ও অতিথিগণ যাঁহাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার ছিল হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত 'দাওয়াত' বা ভোজে যোগদান করেন। হুজুর (আইঃ) স্বয়ংও যোগদান করেন।

তৃতীয় দিবসের অধিবেশন

৯ই এপ্রিল প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় কোরান পাঠ ও দোয়ার পর অধিবেশন আরম্ভ হয়। মোকবেরা-বেহেস্তীর সাব-কমিটির প্রস্তাব যে,—অসিয়তকারীগণের সম্পত্তির কোন পরিমাণ নির্দ্দেশ থাকা চাই—হুজুর (আইঃ) নামুঞ্জুর করেন।

অতঃপর বয়েতুল-মালের সাব-কমিটির ১৯৩৯-৪০ সনের বজেট সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। অধিকাংশ সদস্যগণ আয়-ব্যয়ের বজেট সমর্থন করেন। কিন্তু হজরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) এই সিদ্ধান্ত করেন যে, সদর আঞ্জোমন আহমদীয়া বাৎসরিক মূল খরচ ৩০৭২২৬৲ টাকা হইতে ১৫০০০৲ টাকা কমাইয়া ২৯২২২৬৲ টাকার বজেট পেশ করুক, তবে তাহা মুঞ্জুর করা হইবে।

অতঃপর হুজুরের (আইঃ) একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও দোয়ার পর অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় সভা বরখাস্ত করা হয়।

কাদিয়ানে

ইসলাম জগতের সুবিখ্যাত তুর্কী নেতা আল্লামা হাজি মুসা জারুল্লাহ ও দামেস্কের সুবিখ্যাত পত্রিকা "রাবেতা-ইসলামিয়ার" এডিটর আল্-ওস্তাজ আবদুল আজীজ আদীব সাহেব দ্বয়ের আগমন ও হজরত মসিহ মাউদের (উনাঃ) এক মহা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ

আল্লাহ্তা'লা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) নিজ বাণী দ্বারা জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, দূর দূরান্তর হইতে লোক তাঁহার নিকট আসিবে। প্রত্যেক বৎসর সালানা জলসায় কাদিয়ান শরীফে দেশ-বিদেশ হইতে সহস্র সহস্র লোকের আগমনে এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য সময়েও বৈদেশিক পর্য্যটক ও স্বনাম-খ্যাত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের আগমনে এই ভবিষ্যদ্বাণী জলন্তরূপে পূর্ণ হইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কাদিয়ান ছিল একটি গণ্ডগ্রাম, আজ ইহা জগতের এক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়া জগতের চতুষ্কোণ হইতে লোকদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু তৎকালেই আল্লাহ্তালা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) এ সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইতেছে।

বন্ধুগণ একবার এই জলন্ত নিদর্শনটির কথা ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

খোদ্দামুল-আহমদীয়া সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য

আহমদীয়া সেনাদলের আধ্যাত্মিক ট্রেনিং

ও

জ্ঞান, চরিত্র ও দোয়ার অস্ত্রে সর্ব্বত্র ইসলামের বিজয় প্রতিষ্ঠা

[হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ) ১৭ই মার্চ্চ তরিখের খোৎবার সারমর্ম্ম]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

বিগত পাঁচ ছয়টি খোৎবা দ্বারা আমি এরূপ কতিপয় বিষয়ের প্রতি খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি যৎ-সাহায্যে তাহারা জমাতের মধ্যে এক নব জাগরণ ও ধর্ম্ম-প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারে।

যুবকদের জীবনের উপরই জাতির জীবন নির্ভর করে। যুবকদের সংশোধনে জাতির বহু আয়ু বৃদ্ধি হয়। মানুষের আয়ু যদি গড়ে ষাট বৎসর হয় এবং যৌবনের আরম্ভ যদি বিশ বৎসর হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় তবে যুবকদের সংশোধনে জাতীর জীবন আরো চল্লিশ বৎসর বৃদ্ধি পায়। ষাট বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের সংশোধনের ফলে জাতি মাত্র দুই এক বৎসর উপকৃত হইতে পারে, তদ্রূপ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সংশোধনে দশ বার বৎসর, চল্লিশ বৎসর বয়স্ক লোকের সংশোধনে প্রায় বিশ বৎসর এবং ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সংশোধনে প্রায় ত্রিশ বৎসর জাতির উপকার হইতে পারে। কিন্তু **বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক সংশোধিত হইলে সে প্রায় চল্লিশ বসৎর জাতির উপকার সাধন করিতে পারে** এবং জাতির বৈশিষ্ট ও সুখ্যাতি কায়েম রাখিতে পারে।

চল্লিশ বৎসর সামান্য সময় নয় এবং দশ এগার বৎসরের বালকও যেহেতু যৌবনে পদার্পন করে, অতএব যুবকদের সংশোধনের ফলে জাতি চল্লিশ বৎসর কেন, বরং পঞ্চাশ ষাট বৎসর উপকৃত হইতে পারে। দীর্ঘ পঞ্চাশ ষাট বৎসর ব্যাপিয়া সেবাশুশ্রূষা লাভ করা কোন জাতির পক্ষে সামান্য বিষয় নহে। যদি সেই জাতি সাহসী হয় এবং বিপদ দেখিয়া ভীত না হয় এবং সেই জাতির সাপক্ষে খোদাতালার প্রতিশ্রুতি এবং সাহায্য থাকে এবং সেই জাতির যুবক-বৃদ্ধ সকলে সংশোধিত হয় এবং তাহাদের জীবন-পদ্ধতি ও ধর্ম্মের আদর্শ মহান হয়, তবে পঞ্চাশ ষাট বৎসরে সেই জাতি সমস্ত জগতে প্রাধান্য লাভ করিবার যোগ্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে কখন উত্থান কখন পতন এই অবস্থাই জাতির পক্ষে ক্ষতিকর এবং জাতির উন্নতি-রোধক। এক সময় জুশে আসিয়া খুব জোরেসোরে কাজ করিল, আবার কিছুক্ষণ পরে দমিয়া গেল—এক সময় অত্যধিক সাহস দেখাইয়া বীরের ন্যায় বিপদাবলীর সম্মুখীন হইয়া উন্নতি পথে অগ্রসর হইল, কিন্তু কিছুকাল পরেই একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল—এরূপ অবস্থায় জাতি উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু জাতির সমস্ত লোকের গতি সমান বেগে অগ্রসর হইতে থাকিলে পঞ্চাশ ষাট বৎসরেই সমস্ত দুনিয়ায় এক মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করা যায়।

খোদ্দামুল-আহমদীয়ার গুরুত্ব

সুতরাং যুবকদের সংশোধন এবং চরিত্র-গঠনের ফলে জাতির মহোপকার সাধিত হয়। অতএব আমি খোদ্দামুল-আহমদীয়াকে উপদেশ দিতেছি তাহারা যেন কখনো তাহাদের কাজের 'আজমত' বা মহাত্য না ভুলে। খোদ্দামুল-আহমদীয়ায় যে মেম্বর ইহাকে অন্যান্য সমিতির মতই একটি সমিতি মনে করে, সে কখনো ইহাতে থাকিবার যোগ্য নহে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি মনে করে যে, তাহারা এক কমিটি করিয়া সিলসিলার সেবা-কার্য্য আংশিক ভাবে কিছু করিবে সে-ও ইহার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, জাতির যুবকগণের সংশোধনই আসল কাজ, এবং এই কাজই জাতির উন্নতি পথে প্রধান সহায়। এই জন্যই দেখা যায় যে, নবিগণের উপর প্রথম যুবকগণই অধিক ইমান আনয়ন করে। কেবল বৃদ্ধগণই সিলসিলায় প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন খেদমত করতঃ চলিয়া যাউক এবং ভবিষ্যদ্বংশধরগণের মধ্যে সিলসিলার শিক্ষা প্রচলনের জন্য কেহ না থাকুক আল্লাহ্‌তা'লা ইহা পছন্দ করেন না। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা বৃদ্ধ অপেক্ষা তরুণদিগকেই তাঁহার সিলসিলায় অধিক শামেল করেন এবং তরুণের দলকে নবীর তরবীয়ত বা ট্রেনিংএ রাখিয়া সংশোধিত ও গঠিত করেন যেন নবীর অন্তর্ধানের পর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাহারা তাঁহার আনিত 'নুর' বা শিক্ষাকে জগতে প্রচার করিতে পারে।

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) আবির্ভাবের সময় প্রাথমিক সাহাবাগণের প্রায় সকলেই তাঁহার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহার চেয়ে আড়াই বৎসরের ছোট ছিলেন। হজরত উমর (রাঃ) সাড়ে আট বৎসরের এবং হজরত আলী (রাঃ) ২৯ বৎসরের ছোট ছিলেন। তদ্রূপ হজরত উস্‌মান, হজরত তাল্‌হা ও হজরত জুবায়ের তাঁহার চেয়ে ২০ হইতে ২৫ বৎসরের ছোট ছিলেন। এই যুবকগণের ইমান আনার ফলে এবং তাঁহারা এক্ দীর্ঘকাল রসুল করীমের (সাঃ) তরবীয়তের অধীন থাকায় এবং তাহাদের বয়স কম থাকায়, রসুল করীমের (সাঃ) অন্তধানের পর এক দীর্ঘকাল তাঁহারা জগতকে 'ফয়েজ' বা আশীষ পৌছাইতে থাকেন।

হজরত রসুল করীম (সাঃ) নবুওতের দাবীর পর তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। যদি কেবল ষাট বৎসরের বৃদ্ধই তাঁহার উপর ইমান আনিতেন এবং তরুণের দল তাঁহার সহিত যোগদান না করিত তবে ফল এই হইত যে, বৃদ্ধদের অধিকাংশই মক্কাতেই পরলোক গমন করিতেন এবং মদিনায় আবার নূতন লোক ট্রেনিং করিয়া নেওয়ার প্রয়োজন হইত। কারণ মদিনায় পৌছিবার পূর্ব্বেই প্রাথমিক দলের সকল লোকের অন্তর্ধান হইত এবং মদিনায় পৌছিয়া নূতন আর এক জমাত সৃষ্টি করার আবশ্যক অনুভূত হইত। এরূপ হইলে ইসলামের জন্য কত মুস্কিল হইত। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ হইতে দেন নাই এবং রসুল করীম (সাঃ) যখন মক্কা হইতে মদিনায় তশরিফ নেন তখন নূতন কোন জমাত সৃষ্টি করার আবশ্যক হয় নাই। মক্কাতে যে সকল যুবক তাঁহার প্রতি ইমান আনিয়াছিলেন তাঁহারাই মদিনায় আরো কিছু কাল তাঁহার সাহচর্য্যের শুভাশীষ ভোগ করিয়া তাঁহার ওফাতের পর ইসলাম-সেবার কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার যোগ্য হইলেন ...

সুতরাং প্রাথমিক কালে যুবকগণের ইসলাম গ্রহণে আল্লাহ্‌তা'লার এক মহানুগ্রহ ছিল। এই 'তদ্‌বির' দ্বারাই আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের দুশ্‌মনগণের মোকাবেলা করেন। আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ এক তরুণ দল সৃষ্টি করেন যাঁহারা তাঁহার শিষ্যত্বে থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার ওফাতের পরও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইসলামের পতাকা ধারণ করেন।

খোদ্দামুল-আহমদীয়ার কাজ ও অস্ত্র

সুতরাং খোদ্দামুল-আহমদীয়ার কাজ কোন সাধারণ কাজ নয়। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার নিয়ম পালন করিয়া চলা প্রকৃত পক্ষে এক ইসলামী ফৌজ সৃষ্টি করা। কিন্তু আমাদের ফৌজের হাতে বন্দুক তুপ থাকিবে না। **আমাদের 'ফৌজ' দলীল প্রমাণাদি দ্বারা জগতে বিজয় লাভ করিবে।** আহ্‌মদীয়তের সত্যতার দলীলই আমাদের তরবারী এবং আহমদীয়তের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যে দোয়া করা হয় তাহাই আমাদের বন্দুক এবং আমাদের 'আখলাক' বা চরিত্র মাহাত্ম্যই আমাদের তুপ।

সার কথা, **দলীল, দোয়া ও চরিত্র এই তিনটিই আমাদের অস্ত্র।** এই অস্ত্রের সাহায্যেই আমাদিগকে সকল ধর্ম্মের উপর বিজয় লাভ করিয়া ইসলামের পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে। **বস্তুতঃ আমাদের যুবকগণ যদি ধর্ম্মের শিক্ষা জ্ঞাত হয় অন্যান্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আমাদের যে সকল দলীল আছে তাহা জ্ঞাত হয় এবং যদি তাহারা দোয়া করে, তবে দুনিয়ার কেহই তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিবে না।**

আমি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছি। এই বিষয়ে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা এই যে, দুনিয়াতে এমন কেহই নাই যে কোরান ও আহমদীয়তের শিক্ষার মোকাবেলায়

কোন 'মাকুল' বা যুক্তিসঙ্গত কথাও পেশ করিতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্মের এবং প্রত্যেক বিদ্যার লোকের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহর ফজলে সকলেই আমার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছে। কোরানের উপর এমন কোন 'এতেরাজ' বা প্রশ্ন নাই যাহার 'কাফী' এবং 'শাফী' উত্তর আমার কাছে নাই, বা প্রশ্ন উপস্থিত করার কালে আল্লাহতা'লা আমাকে জানাইয়া না দেন। কখন কখন আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এরূপ প্রশ্নের উত্তরও বুঝাইয়া দেন যাহা আপাততঃ অযৌক্তিক এবং যাহার উত্তর দেওয়ার প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নাই। যথা—নামাজ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, নামাজ পড়িয়া লোক খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে এবং উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রকৃত উপায় তবে নামাজ দ্বিপ্রহরে ৪ 'রাকাত', অপরাহ্নে ৪ 'রাকাত', সন্ধ্যায় ৩ 'রাকাত', রাত্রিতে ৪ 'রাকাত' ও প্রাতে ২ 'রাকাত' কেন হইল এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে জরুরী নয়।

অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) জনৈক সিভিল সার্জ্জনের এক 'নুস্‌খা' বা ব্যবস্থা-পত্রের কথা উল্লেখ করেন যাহাতে সেই ডাক্তার ঔষধের তিনটি উপকরণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া বলেন যে, তাঁহার প্রায় ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা এই যে, এই তিনটী উপকরণের পরিমাণ ঠিক রাখিলেই এই ঔষধের ক্রিয়া হয়, নতুবা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, এক উপকরণ এত ফোটা ও অপর উপকরণ এত গ্রেণ হওয়ার ভেদ যে কি তাহা তিনি অবগত নহেন। তদ্রূপ আল্লাহ্‌তা'লার কোন কোন আদেশের রহস্যও মানুষ বুঝিতে অক্ষম কিন্তু তাহার কল্যাণ যেহেতু অতি প্রকৃষ্ট তাই মানুষ রহস্য বুঝিবার উন্মাদনায় কল্যাণ ছাড়িতে প্রস্তুত হয় না।

এই বিষয়টি হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন, "কোন বাপকে কি তোমরা এরূপ দেখিয়াছ যে, তাহার পুত্রের 'কলিজা', 'লিভার', ফুস্‌ফুস বা দিল কোথায় আছে তাহার সঠিক অবস্থান অবগত নয় বলিয়া পুত্রকে কম ভালবাসে? এই সকল তত্ত্ব অবগত না হওয়ার কারণে কোন পিতা কি এ কথা বলিতে পারেন যে, 'যে পর্য্যন্ত আমি তাহার পেট কাটিয়া এই সকল প্রত্যঙ্গের অবস্থান অবগত না হইব সে-পর্য্যন্ত আমি তাহাকে ভালবাসিব না?' মানুষ নিজ সন্তান সম্পর্কে যখন এরূপ কুটতর্ক করিতে চায় না, খোদাতা'লা সম্বন্ধে কেন 'অপারেশন' করিতে চায় এবং বলে, "খোদাতা'লার স্বত্বা সম্বন্ধে অমুক অমুক প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি না।"

খোদাতা'লার অগণিত দানসমূহ যদি মানুষের নিকট প্রকাশিত হয়, যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, খোদাতা'লার প্রেম ও ইচ্ছা না হইলে মানুষ এক মূহুর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না, যদি খোদাতা'লার নৈকট্য লাভের পথ মানুষের নিকট ব্যক্ত হয়, যদি মানুষ প্রতি মুহুর্ত্তে ঐশী-জ্ঞান ও ঐশী-প্রেমের মুখাপেক্ষী হয় এবং যদি ইহা সাব্যস্ত হয় যে, খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক স্থাপন প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য তবে খোদাতা'লা অনাদি অনন্ত কেমন করিয়া হইলেন, তিনি অসীম কেমন করিয়া হইলেন, তিনি অনস্তিত্বকে কেমন করিয়া অস্তিত্বে পরিণত করিলেন—এসব কথা মানুষের জানিবার আবশ্যক কি? অতএব তোমরা এসব কথা ছাড়িয়া দাও, কারণ 'মহব্বতে-এলাহী' বা ঐশী-প্রেমের সহিত এসব কথার কোন সংযোগ নাই, এবং খোদাতা'লার অসীম-অনন্ত নিগূঢ় রহস্য ভেদ করা মানব-শক্তির বহির্ভূত।

সুতরাং প্রত্যেক বিষয়েরই 'হেকমত' বা নিগূঢ় রহস্য ভেদ করার আবশ্যক হয় না। 'মহব্বত' বা প্রেম সৃষ্টির জন্য কেবল প্রেমাস্পদের গুণ ও সৌন্দর্য্য জ্ঞাত হইলেই যথেষ্ট। প্রেমাস্পদের লিভার কোথায়, কলিজা কোথায়, বা ফুস্‌ফুস্‌ কোথায় তাহা জ্ঞাত হওয়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা কখন কখন এসব অনাবশ্যকীয় তত্ত্বও বুঝাইয়া দেন। অল্প দিন হইল এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "মগরেবের ফরজ নামাজ তিন 'রেকাত' কেন নির্দ্ধারিত হইল, ইহার ভেদ কি?" যেহেতু নামাজের 'রাকাতের' 'হেকমত' বা ভেদ আমি কোন কোন খোৎবা বা পত্রোত্তরে বর্ণনা করিয়াছি, তাই আমি তাহাকে সেই সকল খোৎবা ও পত্রোত্তর পাঠ করিয়া দেখিতে বলি। অতঃপর দুই তিন দিবস পর একদা আমি মগ্‌রেবের ফরজ নামাজ পড়িয়া সুন্নতের 'তাশাহ্‌হুদ' পড়িতে ছিলাম, এবং সালাম ফিরাইবার উপক্রম করিয়াছিলাম, এমন সময় আল্লাহ্‌তা'লা হটাৎ আমার হৃদয়ে মগরেবের নামাজ তিন রাকাত নির্দ্ধারিত হওয়া সম্পর্কে এক নূতন তত্ত্ব ঢালিয়া দিলেন এবং ঠিক সালাম ফিরাইবার কালে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় সেই জ্ঞান আমার অন্তরে অবতীর্ণ হয়। তাহা এই:—

মগরেবের নামাজ তিন 'রাকাত' হওয়ার ভেদ

নামাজকে আল্লাহ্‌তা'লা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—কিছু দিনের বেলায় এবং কিছু রাত্রি বেলায়। দিন এবং রাত্রি **উভয় কালেই নামাজ নির্দ্ধারিত করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, সুখে-দুঃখে উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ্‌তা'লার 'এবাদত' বা উপাসনায় রত থাকিতে হইবে।** উন্নতির সময়ও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত এবং অবনতির সময়েও তাঁহারই দ্বারে অবনত থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ আমরা আল্লাহ্‌তা'লার এই কানুন দেখিতে পাই যে, তিনি বে-জোড় জিনিষ পছন্দ করেন। রসুল করীম (সাঃ) সর্ব্বদাই বলিতেন, **আল্লাহ্‌তা'লা বে-জোড় জিনিষ পছন্দ করেন।** আল্লা নিজেও এক, তাই অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধেও তিনি 'বে-জোড়' হওয়াই পছন্দ করেন। প্রকৃতিতে এবং প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেও আল্লাহ্‌তা'লা এই ঐক্য কায়েম রাখিয়াছেন। বিষয়টি বিস্তৃত, এখন ইহা বর্ণনা করিবার সময় নাই।

কোরান করীম ও রসুল করীমের (সাঃ) 'মহাভেরা' বা শব্দ-ব্যবহার হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, 'সাত' সংখ্যাটি পূর্ণতার সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখে। যথা—কোরান করীমে আসিয়াছে, আল্লাহ্‌তা'লা জগতকে সাত দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। তদ্রূপ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সাতটি স্তর বর্ণনা করা হইয়াছে। আকাশ সম্পর্কেও "سبع سموات" বা 'সপ্ত আকাশ' ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং এই সপ্ত সংখ্যাটি বে-জোড়। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লার নিকট বে-জোড় সংখ্যাটির বিশেষ **'হেকমত'** বা **মর্য্যাদা আছে এবং আমরা সমস্ত প্রকৃতিতে ইহার বিকাশ দেখিতে পাই।**

আল্লাহ্‌তা'লার এই রীতি অনুযায়ী 'ফরজ' নামাজের রাকাত-সমূহ গণনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাও বে-জোড়ই হয়। যথা—জুহরের চারি রাকাত, আছরের চারি রাকাত, মগরেবের তিন রাকাত, এশার চারি 'রাকাত' ও ফজরের দুই 'রাকাত'—মোট ১৭ 'রাকাত'। **এইরূপে 'ফরজ' নামাজের রাকাত-সমূহেও আল্লাহ্‌তালা 'বে-জোড়' কায়েম রাখিয়াছেন।**

অতএব আল্লাহ্‌তা'লার সমস্ত কাজেই যখন 'বে-জোড়' এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে সুতরাং 'ফরজ' নামাজেও বে-জোড় রীতি কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যে পাঁচ নামাজের এক নামাজে 'রাকাত' তিনটি করা হইয়াছে। তদ্রূপ 'নফল' নামাজেও বে-জোড় রীতি কায়েম রাখিবার জন্য 'ভেত্‌র' নামাজকে বে-জোড় করা হইয়াছে। নফল নামাজে বে-জোড় কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যেই ভেত্‌রের নামাজে গুরুত্বও অধিক দেওয়া হইয়াছে যেন মোসলমানগণ তাহা অবশ্যই পড়ে এবং ফলে নফলও বে-জোড় হইয়া যায়। 'ভেত্‌র' ছাড়া আর কোন নফল নামাজকে বে-জোড় না করিবার উদ্দেশ্যেও এই যে, যেন দুইটি বে-জোড় মিলিয়া আবার জোড় হইয়া না পড়ে। এই উদ্দেশ্যেই রসুল করীম (সাঃ) কোন সময় এশার নামাজের সঙ্গে ভেত্‌র পড়িয়া ফেলিলে তাহাজ্জদের সময় এক 'রাকাত' পড়িয়া উহাকে জোড়ে পরিণত করিতেন এবং তাহাজ্জদের শেষে পুনরায় 'ভেত্‌র' পড়িতেন এবং এইরূপে নফলকে বে-জোড় রাখিতেন।

অন্যান্য বেলার নামাজ তিন 'রাকাত' না করিয়া মগরেবের নামাজ তিন রাকাত করিবার উদ্দেশ্য

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে অন্যান্য বেলার নামাজকে তিন রাকাতে পরিণত না করিয়া মগরেবের নামাজকে কেন তিন রাকাত করা হইল? এই প্রশ্নের জওয়াবও আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা এই—দিনের বেলার ফরজ নামাজের রাকাতের সংখ্যা হইল আটটি এবং রাত্রি বেলার ফরজ নামাজের সংখ্যা হইল নয়টি। রাত্রি বেলার নামাজে এক রাকাত বৃদ্ধি করার 'হেকমত' বা তাৎপর্য্য এই যে, দুঃখ-বিপদের সময় আল্লাহ্‌তা'লার দিকে মানুষের অধিক আকৃষ্ট হওয়া উচিত যেন তাঁহার 'ফজল' বা অনুগ্রহ আকর্ষণ করা যায়। এই জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা দিনের বেলায় ৮ রাকাত এবং রাত্রি বেলায় ৯ রাকাত নামাজ রাখিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন রহিল যে, রাত্রি বেলার অন্যান্য নামাজকে তিন রাকাত না করিয়া মগরেবের নামাজকে কেন তিন রাকাত করা গেল? ইহার উত্তরও আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা এই যে,—প্রাতঃকালে আল্লাহ্‌তা'লার ফেরেস্তা বিশেষ ভাবে অবতীর্ণ হয়, কারণ তাহারা আল্লাহ্‌তা'লাকে তাঁহার বান্দার কোরান পাঠের সংবাদ পৌঁছান। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ যখন নিদ্রার পর জাগ্রত হয় তখন তাহার জীবনের এক নূতন দৌড় আরম্ভ হয় এবং নূতন দৌড়ের প্রারম্ভে মানুষের হৃদয়ে

উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা এবং বাক্যে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। এই সকল বিষয় যেহেতু কোরান করীমেই বিদ্যমান আছে অতএব নিদ্রা-ভঙ্গের পর যখন মানব-জীবনের নূতন দৌড় আরম্ভ হয় তখন আধ্যাত্মিক প্রোগ্রামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ইসলাম তৎকালে কোরান-করীমের দীর্ঘ 'তালাওত' বা পাঠের ব্যবস্থা রাখিয়াছে এবং আদেশ করিয়াছে যে, ফজরের নামাজের সময় যেন কোরান-করীমের দীর্ঘ 'তালাওত' বা পাঠ করা হয়। খোদাতা'লা যেহেতু তাঁহার বিধান সমূহকে মানুষের জন্য সহজ-সাধ্য করিতে চান, কষ্ট-সাধ্য করিতে চান না, তাই তিনি ফজরের নামাজকে অন্যান্য সকল নামাজ হইতে ছোট করিয়া দিয়াছেন যেন তৎকালে দীর্ঘ কোরান-পাঠ করা যায় এবং ফলে কোরানের শিক্ষা সমূহ পুনঃ পুনঃ সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সুতরাং দীর্ঘ কোরান-তালাওতের সুবিধার জন্য ফজরের নামাজকে ছোট করার প্রয়োজন ছিল। ফজরের নামাজ প্রকৃতপক্ষে আসরের নামাজেরই স্থলবর্ত্তী। আসরের নামাজে সুন্নতে-মোয়াক্কেদা নাই এবং ফজরের নামাজের সঙ্গে দুই রাকাত সুন্নত আছে যাহা সাধারণ মোয়াক্কেদার সুন্নত হইতেও অধিক মোয়াক্কেদা। এইরূপে প্রাতঃকালীন নামাজও চারি রাকাতেই পরিণত হয় এবং আসরের নামাজও চারি রাকাতই বটে। তদ্রূপ এশার নামাজ জুহরের নামাজের স্থলবর্ত্তী। এশার নামাজের দুই রাকাত সুন্নত এবং তিন রাকাত ভেতর অবশ্য পড়িতে হয়। ভেতর বাদ দিলে চারি রাকাত নফল হয় এবং এইরূপে জুহরের দুই রাকাত দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত সুন্নতের সমান হয়। কিন্তু জুহরের সময় ছয় রাকাত বা আট রাকাত সুন্নত ধরিলে এশার নামাজ কম হইয়া যায়। তাই এশার নামাজের পর তাহাজ্জদের উপর জোর দিয়া এই অভাব পূরণ করা হইয়াছে। তা' ছাড়া রসুল করীম সাঃ) ভেতরের পরও দুই 'রাকাত' নফল বসিয়া বসিয়া পড়িতেন। ইহাতেও জুহর ও আসরের নামাজ পরস্পর সমান হইয়া যায়।

বিষয়টি অতি লম্বা, আমি কেবল সংক্ষেপে একটু বর্ণনা করিলাম। মোট কথা এশার নামাজ জুহরের নামাজের স্থলবর্ত্তী। ইহাতে বৃদ্ধি করিবার সংস্থান ছিল না। কেবল মগরেবের নামাজই বাকী ছিল যাহাতে এক রাকাত বৃদ্ধি করিয়া বে-জোড় করা যাইত। এই জন্যই আল্লাহতালা মগরেবের নামাজে তিন রাকাত ফরজ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

নামাজকে বে-জোড় করিবার জন্য কোন বিশিষ্ট নামাজকে তিন রাকাতে পরিণত করার আবশ্যক ছিল, আবার বিপদের সময় যে আল্লাহতালার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতে হয় তাহা বুঝাইবার জন্য নামাজের এই বৃদ্ধি রাত্রিকালে করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রাত্রিকালীন নামাজত্রয়ের মধ্যে ফজরের নামাজে দীর্ঘ কোরান তালাওতের আদেশ থাকায় তাহাকে বৃদ্ধি করার উপায় ছিল না। এশার নামাজেও বৃদ্ধির সংস্থান ছিল না। কেবল মগরেবের নামাজেই বৃদ্ধি করা যাইত। তাই আল্লাহতালা মোসলমানদিগকে মগরেবের সময় তিন রাকাত নামাজ পড়িতে আদেশ করেন।

বাহ্যতঃ, এই ভেদটি বর্ণনা করার আবশ্যক ছিল না। কারণ এরূপ ব্যাপারে— امنا و صدقنا। —অর্থাৎ ইমান আনিলাম ও স্বীকার করিলাম —এই কথাই বলা উচিত এবং খুটিনাটির ভিতর যাইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করা উচিত নয়। এই সব খুটিনাটির ভিতর প্রবেশ করিলে প্রশ্ন আরো বাড়িতে পারে যে, 'রুকু' কেন আগে রাখা হইল এবং 'সেজদা' কেন পরে রাখা হইল বা সেজদা আগে রাখিয়া রুকু পরে রাখা হইল না কেন— ইত্যাদি। অবশ্য এরূপ করারও 'হেকমত বা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু এসব বিষয়ে সময় নষ্ট করা তোমাদের উচিত নয়। তোমাদিগকে যখন 'রুকু' করিতে বলা হয় তখন রুকু কর, যখন সেজদা করিতে বলা হয় তখন সেজদা কর। নামাজের 'হকিকত' বা প্রকৃত উপকারিতা যখন তোমাদের নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে তখন তোমাদের কর্ত্তব্য আল্লাহতালা তোমাদিগকে যে পদ্ধতিতে নামাজ পড়িতে আদেশ করিয়াছেন সেই পদ্ধতিতেই নামাজ পড়া। ছোট ছোট বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে মত্ত হওয়ার আবশ্যক নাই। অতএব এসব বিষয়ের হেকমত বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি আল্লাহতা'লা কখন কখন বুঝাইয়াও দেন এবং এইরূপে কোরানের নিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

প্রথম বিষয়—কোরানের জ্ঞান

বস্তুতঃ তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে আমার বিস্তারিত অভিজ্ঞতা এই যে, কোরানের জ্ঞান এরূপ গভীর ও প্রসারিত যে কোন দুশমন ইহার মোকাবেলা করিতে পারে না। **আমাদের জমাতের যুবকগণ যদি এই জ্ঞান শিক্ষা করে তবে দলীল-প্রমাণাদির যুদ্ধে কোন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর 'লশকর'ও তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিবে না।**

দ্বিতীয় বিষয়—‘আমল’ বা ব্যবহারিক জীবন

যুবকগণ যদি ‘আখলাকে-ফাজেল’ বা উত্তম নীতি শিক্ষা করতঃ কার্য্যতঃ সম্মুখে অগ্রসর হয় তবে দুনিয়া কেন, বড় বড় ধর্ম্মের উপরও তাহারা বিজয়ী হইতে পারে।

তৃতীয় বিষয়—‘সামান’ বা উপকরণের অভাব পূরণের জন্য দোয়া করা

‘সামান’ বা উপকরণের অভাবেও মানুষ কৃতকার্য্যতা হইতে বঞ্চিত থাকে। এই উদ্দেশ্যে আমি দোয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছি। দোয়া করিতে হইবে যেন আল্লাহ্‌তা’লার ‘ফজল’ বা অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয় এবং আমাদের উপকরণের অভাব দূরীভূত হয়।

বস্তুতঃ যদি আমাদের জমাতের যুবকগণ কেবল দলিল দ্বারাই কার্য্য উদ্ধারকারী না হয় এবং কেবল ‘আখ্‌লাকে-ফাজেলার’ই অধিকারী না হয়, বরং দোয়াও করে তবে তাহাদের মোকাবেলায় কোন শক্তিই দাঁড়াইতে পারিবে না।

আমি খোদ্দামুল-আহমদীয়ার সম্মুখে এক প্রোগ্রাম পেশ করিয়াছি এবং আমি তাহাদিগকে সেই প্রোগ্রামের বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে এবং সর্ব্বদা ‘কৌমী’ ও ‘মিল্লী’ খেদমত বা জাতি ও ধর্ম্মের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ দিয়াছি। দুনিয়াতে শীঘ্রই এক মহা পরিবর্ত্তন আসিবে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাহরিক-জদীদ একটি আকস্মিক উপায় রূপে আমার মনে উদয় হইয়াছিল। তাহরিক-জদীদ প্রবর্ত্তন কালে আমি নিজেও উহার যাবতীয় ‘হেকমত’ বা রহস্য অবগত ছিলাম না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এক নিয়ত (উদ্দেশ্য) ও ‘এরাদা’ (ইচ্ছা) নিয়া আমি এই স্কীম জমাতের সামনে পেশ করিয়াছিলাম। কারণ তখন বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর পক্ষ হইতে জমাতের ভয়ানক অবমাননা করা হইয়াছিল এবং সিলসিলার গৌরব তখন সঙ্কটাপন্ন ছিল। আমি জমাতকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কখন কখন আল্লাহ্‌তা’লার ‘রহমত’ মানুষের হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করে এবং ‘রুহুল্-কুদ্‌স্’ বা পবিত্রাত্মা মানুষের যাবতীয় ইচ্ছা ও কার্য্যকে বেষ্টন করিয়া লয়। আমার মনে হয় তাহরিক-জদীদ সম্পর্কে আমার জীবনেও এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছে। আমার হৃদয়ে ‘রুহুল-কুদ্‌স’ অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং আমার মস্তিষ্ককে এরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়াছিল যে আমার বোধ হইয়াছিল যেন উহা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং নূতন স্কীম—জগতে এক মহা পরিবর্ত্তন আনয়নকারী স্কীম—আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ করিয়াছিল এবং আমি অনুভব করিতেছি যে, আমার তাহরিক-জদীদের ঘোষণার পূর্ব্বকার জীবন ও পরকার জীবনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কোরাণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় পূর্ব্বেও আমার নিকট ব্যক্ত হইতে এখনো হয়; কিন্তু পূর্ব্বে আমার সামনে এরূপ কোন নির্দ্ধারিত স্কীম ছিল না যাহার প্রতি স্তর আমি অবগত ছিলাম এবং যাহার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারিতাম যে এই এই ভাবে আমাদের জমাত উন্নতি করিবে। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এরূপ যে, এক ইঞ্জিনিয়ার যেমন এক ‘এমারত’ বা সৌধ প্রস্তুত করিবার কালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য কখন শেষ হইবে, ইহাতে কোথায় কোথায় তাক রাখা হইবে, কতগুলি জানালা হইবে, কতগুলি দরওয়াজা হইবে, ছাদ কত উচ্চ হইবে ইত্যাদি বিষয় অবগত থাকে তদ্রূপ দুনিয়ায় ইসলামের বিজয়-সৌধও সবিস্তার আমার সম্মুখে রহিয়াছে। দুশমনগণের বহু তদ্‌বির আমার সামনে প্রকাশিত, তাহাদের প্রচেষ্টা আমি অবগত এবং সমুদয় বিষয় সবিস্তার আমার চক্ষের সামনে আছে। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তহরিক-জদীদ প্রবর্ত্তন-কালীন ঘটনা ও ফসাদ্ আল্লাহ্-তা’লার বিশেষ হেকমত বা উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হইয়াছিল যেন আমাদের দৃষ্টি সেই মহান উদ্দেশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় যাহা সাধনের জন্য তিনি হজরত মসিহ্ মাহদিকে (আঃ) প্রেরণ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে আমি কেবল এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতাম, কিন্তু এখন কেবল বিশ্বাসই নয় বরং প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে, কি কি ভাবে সিলসিলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করা হইবে। আমি দেখিতে পাইতেছি, সিলসিলার উপর কি কি আক্রমণ হইবে এবং আমি দেখিতে পাইতেছি এই সকল আক্রমণের আমাদের পক্ষ হইতে কি জওয়াব দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের ‘এজমালী’ জ্ঞান আমার মনে বিদ্যমান এবং খোদ্দামুল-আহমদীয়া তাহারই এক অংশ এবং প্রকৃত পক্ষে ইহা সেই ফৌজের আধ্যাত্মিক ট্রেনিং এবং আধ্যাত্মিক তালীম-তরবীয়ত বিশেষ যে ফৌজ আহমদীয়তের দুশ্‌মনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং আহমদীয়তের বিজয়-পতাকা শত্রুদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবে। অবশ্য যাহারা এ সকল কথা অবগত নয় তাহারা আমার এই কথাগুলি বুঝিতে পারিবে না, কেননা প্রত্যেকেই ঘটনার পূর্ব্বে

এ কথাগুলি বুঝিতে সক্ষম নহে। ইহা আল্লাহ্‌তা'লার 'দীন', যাহা তিনি তাহার কোন দাসকে দান করেন। আমি স্বয়ং এ বিষয়গুলি তৎকাল পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই যে পর্যান্ত না আল্লাহ্‌তা'লা এ বিষয়গুলি আমার নিকট ব্যক্ত করেন।

সুতরাং তোমরা এ সব বিষয় নাও বুঝিতে পার, কিন্তু আমি সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ যুবকদের ট্রেনিংএর সময়। ট্রেনিংএর সময় নিস্তব্ধতার সময়। তখন মানুষ মনে করে যে, কিছুই হইতেছে না। কিন্তু জাতি যখন তরবীয়ত লাভ করিয়া কার্যাক্ষেত্রে অগ্রসর হয় তখন দুনিয়া তাহাদের কাজ দেখিয়া অবাক হয়।

বস্তুতঃ যে জিন্দা জাতি এক হাতের ইঙ্গিতে উঠে বসে, তাহারা জগতে এক মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে। এই বিষয়টি এখনো আমাদের জমাতে সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের জমাতে কোরবানীর স্পৃহা খুব আছে, কিন্তু এখনো এই স্পৃহা এতটুক পূর্ণতা লাভ করে নাই যে, খলিফার কোন আওয়াজ কর্ণে পৌছা মাত্র উহাকে মানুষের বাণী মনে না করিয়া ফেরেস্তার বাণী মনে করে এবং ইস্রাফিলের সিঙ্গা-ধ্বনি বলিয়া অনুভব করে। যখন বসিবার আদেশ হয় তখন উহাকে মানুষের আদেশ মনে না করিয়া ফেরেস্তার আদেশ মনে করে এবং নিজদিগকেও অশ্বারোহী ফেরেস্তা জ্ঞান করে এবং বসিতে বলিলে সব বসিয়া পড়ে এবং দাঁড়াইতে বলিলে সব দাঁড়াইয়া যায়। যে দিন জমাতে এই স্পৃহা জাগ্রত হইবে সে দিন বাজপক্ষী যেমন অন্যান্য পক্ষীকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে চুড়মার করিয়া দেয় তদ্রূপ আহমদীয়তও নিজ শিকারের উপর পড়িবে এবং জগতের সমস্ত দেশ পক্ষীর ন্যায় ইহার কবলগত হইবে এবং **দুনিয়াতে ইসলামের পতাকা পুনরায় নূতন ভাবে উড্ডীন হইবে।**

টুরিষ্টের পত্র *

ক্রোড়া, ২৫।৩ ৩৯

খোদার ফজলে ২১শে মার্চ মগরেবের পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌছিয়াছি। এখানে খোদার ফজলে ভাল তবলীগ হইয়াছে। মেট্রিক কেণ্ডিডেটরা সহরে ছিল, তাহাদিগের নিকট তবলীগ হইয়াছে। তাহারা আগ্রহ সহকারে আমাদের কথা শুনিয়াছে। ঘাটে মাঠে ষ্টেশনে যখন যেথানেই আমরা চলাফেরা করিয়াছি সেখানেই আমাদের দেখিয়া লোকের আগ্রহ হইয়াছে। যাহারা একবার শুনিয়াছে তাহারা আবার শুনিতে ইচ্ছা জানাইয়াছে। গত শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আমীর সাহেব লোকদের তবলীগের পথে আকর্ষণ করিবার জন্য এক হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। সদাগর পাড়ার আবদুল বারি সাহেব ও ঘাটুরার এস্‌হাক লাস্‌কার সাহেব আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া আমাদের দলের শোভা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকে ঘাড়ের উপর বেজ লাগাইয়া বুক্ ফুলাইয়া নিশান উড়াইয়া সহরের মাঝ খান দিয়া গজল আওড়াইয়া ইসলাম ও আহমদীয়তের জয় জয় করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমীর সাহেব, আবদুল মালেক সাহেব ও গুটি কয়েক আহমদী ভাই ও ২।৪ জন গয়ের-আহ্‌মদী ও হিন্দু ভাইও আমাদের পিছনে পিছনে চলিয়াছেন।

আমীর সাহেব নিয়াজ পার্ক অতিক্রম করিয়া এওারসান খাল পর্য্যন্ত আসিয়া মোনাজাত করিয়া হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া হাসিয়া কাদিয়া আল্লার পথে সোপর্দ্দ করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। পথে পথে খোদার ফজলে তবলীগ করিতে করিতে রাত্র ৮ টায় ক্রোড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া আল্লাহু-আকবর রবে গ্রাম মাতাইয়া তুলিলাম। সকলে এই মহারব শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া আসিয়া বুকে বুক মিলাইল। রাত্র সেখানে থাকিয়া ভোরে কোরাণ পাঠ ও ছোট খাটো বক্তৃতার মতো হইল।

দেবগ্রাম, ২৬।৩।৩৯

খোদার ফজলে ২৫শে মার্চ্চ ভোর ৯ টার সময় ক্রোড়া হইতে দলবৃদ্ধি করিয়া বিজয়োল্লাসে রওয়ানা হইলাম। আমাদের সঙ্গে একদল ছেলে ছোট ছোট কাগজের নিশান উড়াইয়া—কতদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের বিদায় দিয়া আল্লারব করিতে করিতে পুনঃ চলিয়া গেল। আমাদের সঙ্গে ভূইয়া

---

* বিগত ১৯শে মার্চ্চ ঢাকা হইতে তিন জন আহ্‌মদী যুবক তবলীগ টুরে বাহির হইয়াছিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহাদের চিঠি প্রকাশ করা গেল—সঃ, আঃ

আফ্সারুদ্দিন সাহেব ও আবদুর রহমান সাহেব যোগ দিয়া দেবগ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আবদুর রহমান সাহেব ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। ভূইয়া সাহেব এখনো আমাদের দলেই আছেন। আমরা এখানে আসিয়া আর আগরতলার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কারণ রৌদ্রের তেজ খুব প্রখর হইয়াছিল। ক্রোড়া হইতে আসিবার সময়েই রৌদ্রে আমাদের ঘাম বাহির হইয়া ঘর্ম্মস্নানও সমাধা হইয়াছিল।

দুপুর বেলা দেবগ্রাম স্কুলে যাইয়া কিছু বিজ্ঞাপন বিলাইবার জন্য হেড্মাষ্টারের অনুমতি চাহিলে তিনি সানন্দে আদেশ দিলেন। সকল টিচারও খুব আগ্রহের সঙ্গে পত্রিকা লইয়া পড়িলেন এবং বন্ধুর মতো ব্যবহার করিলেন। কিন্তু হেড্ মৌলবী সাহেব ইতিমধ্যে সেখানে দাঁড়াইয়া আমাদের বিজ্ঞাপন বিলাইতে নিষেধ করিবার জন্যে হেড্ মাষ্টারের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু তাহার কথার কোন ফল ফলিল না। হেড্ মাষ্টারের অনুমতি অনুযায়ী স্কুলের নিকট বিজ্ঞাপন খোদার ফজলে বিলি হইয়া গেল। বিকাল বেলা আখাউড়া ষ্টেশনে বেড়াইতে যাইয়া C. I. D Inspector এর সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাদের দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর আমাদের একজনের নাম জিজ্ঞাসা করায় আমার নাম বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমরা রিপোর্ট জানাইব যে আপনারা আহ্মদীয়া পরিব্রাজকরূপে ঢাকা হইতে আসিয়াছেন। তারপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দ বাজারের রিপোর্টের সঙ্গে পরিচয় করিলাম। তিনি আনন্দের সহিত আমাদের সংবাদ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ একখানা টিকেট সহ ইন্ভেলাপ আমাদিগকে দিলেন; নিজে আমাদের সংবাদ গ্রহণ করিতে News Editor কে অনুরোধ জানাইয়া নিজের নাম দস্তখত করিলেন। আমরা সেই ডাকে তাহা পোষ্ট করিলাম। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আনন্দ বাজারে দেখিবেন।

সন্ধ্যার সময় শুখনা ঝড় আরম্ভ হইল। আমরা তখন বাড়ীর দিকে আসিতে পারিলাম না। তখন ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমএ দেখিলাম অনেক লোক রহিয়াছে। সেখানে আমরা কিছু হেণ্ডবিল দিলাম। সকলেই আগ্রহের সহিত পড়িল। পরিচিত অপরিচিত দুইজন উকিল ও মোল্লা-সাহেব সেখানে ছিলেন। মোল্লা সাহেবও আমাদের বিজ্ঞাপন পড়িলেন। উকীলজির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর অনেক কথাই বন্ধুত্বভাবে চলিল। শেষে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঝড় থামিয়া গেল আমাদের কাজও খোদার ফজলে সমাধা হইল। আমরা বাড়ীর দিকে চলিলাম। লোকেরা চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে একজন সাধারণ লোক আমাদের পিছনে পিছনে আসিয়া মতবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। লোকটী বাস্তবিকই সরল মনের। তাহার ঠিকানাটিও টুকিয়া লইলাম।

শাহাপুর, ২৮।৩।৩৯

খোদার ফজলে আমরা সকলে ভাল আছি। যেখানেই যাই সেখানেই হজরত মাহদীর (আঃ) সাড়া পড়িয়া যায়। ২৬শে মার্চ্চ বেলা প্রায় দশটার সময় গোপিনাথপুরের দিকে রওয়ানা হইলাম। খোদার ফজলে আমাদের দলও বড় হইতে চলিল। (১) আমি, (২) মুস্তাফা সাহেব, (৩) মিরজাসাহেব (৪) ইস্হাক লস্কর সাহেব, (৫) মুন্সী আবদুল বারী সাহেব, (৬) অবদুর রহমান সাহেব ও (৭) ভূঞা আকসরউদ্দীন সাহেব জয় জয় রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া হজরত মাহদীর (আঃ) ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইয়া চলিলাম। নয়াদিল গ্রাম ছাড়াইয়া মুগড়া বাজারে পৌছিলাম। সেখানে বাজারে বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইল। তারপর অনেক দূর পথ চলিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় শ্রেণী দেখা দিল। ভূইয়া সাহেব আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে ছিলেন। তিনি সেই পথ চিনিতেন কিন্তু তবুও পাহাড়ের ঘূর্ণিচক্রে পড়িলে তাহার পথ ভ্রান্তি আরম্ভ হইল। এক টিলা হইতে অন্য টিলায় যাইতে লাগিলাম কিন্তু গন্তব্য স্থান মিলিতেছে না। এক শুষ্ক, কঠোর, রুক্ষ, সূর্য্যতেজে দগ্ধ টিলার উপর যাইয়া পাহাড়ী গাছের নীচে বিশ্রাম লইলাম। তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু তবুও এজিদের মতো পাহাড় এক ফোটা পানীও দান করিল না। পাহাড়ের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া দেখিলাম এক বুড়ীর ছোট্ট একখানি ঘর। তাহাকে চট্ করিয়া দাদী বলিয়া ডাকিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে পানীর অভাব জানাইলাম। সে অতি যত্নের সহিত এক গ্লাস পানী দিল। সে তাহার একটিমাত্র রোগা ছেলে লইয়া যে কত কষ্টে থাকে তাহা সে কাঁদো কাঁদো হইয়া বর্ণনা করিল। আমরা তাহাকে ইমাম মাহদীর (আঃ) সংবাদ জানাইলাম এবং তাহাকে চারটি পয়সা দিয়া বিদায় লইলাম।

তার পর অজানা পথে চলিতে চলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পাহাড়ের পর পাহাড়, কি সুন্দর খোদাতালার সৃষ্টির বাহার! আমি মনে করিলাম পথের কুল কিনারা নাই, কিন্তু হঠাৎ

যেন পাহাড় শেষ হইয়া গেল, একটি সুন্দর আপ্-টু-ডেট্ বাড়ী দেখা দিল। ভাবিলাম যদি এই বাড়ীর মালিক আমাদের কেউ হইত। দেখিলাম ভূইয়া সাহেব আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই বাড়ীতে ঢুকিলেন। আমরাও তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিলাম। বাড়ীর কর্ত্তা আদর করিয়া বসিতে বলিলেন। ইহাতে আমার মন প্রাণ আনন্দে আটখানা হইল। শুনিলাম আমাদের ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আমীর সাহেব দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিবার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন এবং ইহা তাঁহার জনৈক আত্মীয় প্রজা-পার্টির লিডার মিষ্টার আবদুল মালিকের বাড়ী। তিনি বাড়ীতে উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার দুভাই ভাইএর মতোই আদর করিয়াছেন। আমীর সাহেবের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তিনি এক লম্বা বাঁসে বাধিয়া আমাদের নিশান উড়াইলেন। পত পত করিয়া নিশান উড়িতে লাগিল। ছ্যাৎ ছ্যাৎ করিয়া দুস্‌মনের মনের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সেই বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে হ্যাণ্ডবিল্ বিলি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমীর সাহেবও আমাদের সহকর্ম্মী। তাঁহার পরিচিত আত্মীয় স্বজনের বাড়ী সেখানে অনেক।

পথে চলিতে চলিতে হ্যাণ্ডবিল বিলাইতে বিলাইতে যাইতেছি এমন সময় এক বাড়ী হইতে মুরু চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি আমাদিগকে শয়তানের দল বলিতে বলিতে নিকটে আসিল। জন দশএক লোকও সেখানে ছিল। অনেকে বিজ্ঞাপন চাহিলে আমরা দিতে লাগিলাম। সেই মুরু চৌধুরী অন্যের হাত হইতে একখানা হ্যাণ্ডবিল লইয়া পায়ের নীচে দলিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে এবং উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, দেখুন, ইহাতে হজরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লা হো আলায়হেস্ সালামের পবিত্র নাম রহিয়াছে। তখন সকলেই তাহাকে বদ্ বলিতে লাগিল। আমাদের উপর লোকের ভাল আদর পড়িল। হজরত আমীর সাহেব সেখানের এক ঘরে বসিয়া জন কয়েক লোককে ডাকিয়া মধুর বাক্যে ইস্‌লামের আকায়েদ বুঝাইলেন। অনেকেই মনোযোগের সহিত শুনিল। সেখানে দু-দিন থাকিয়া আমরা রওয়ানা দিতে মনস্থ করিলাম। এসহাক লসকর ও আবদুর রহমান সাহেব নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেলেন।

সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া লওয়ার-মুড়াতে নজিবুল্লা ভূইয়া সাহেবের বাড়ীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পথে চণ্ডিধর বাজারে বিজ্ঞাপন বিলি করা হইল। কিছুক্ষণ পর পাথাহীরা দুয়ালে পৌছিলাম। সেখানে আমাদের পরিচিত বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহাকে না পাওয়ায় আমরা সেখানে আম গাছের নীচে বেলা দুপুরে কম্বল পাতিয়া বিশ্রাম লইলাম। লোকেরা আসিয়া জমা হইল। দু চার কথাও শুনিল। সেখানকার আড্ডা ছাড়িয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিলাম। মাঠের পর মাঠ কাঁদার পর কাঁদা ও জলের নহর অতিক্রম করিয়া হাটুর উপর কাপড় তুলিয়া আমীর সাহেব সহ সকলে এক আহ্‌মদী বুড়ার বাড়ীতে উঠিলাম। সেখানে কিছু দুধ ও জল পান করিলাম। আমীর সাহেব নূতন উদ্যমে চলিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পর্ব্বত শ্রেণী দেখা দিল। আমরা পার্ব্বত শ্রেণীর মাঝখান দিয়া পাহাড়ের বৃক্ষ লতা, বাঘ মহিষ ইত্যাদিকে হজরত ইমাম মাহদীর (আঃ) বার্ত্তা পৌছাইয়া চলিলাম। মাঝে মাঝে নির্জ্জনতার মাঝখানে জনতার চিহ্নও বর্ত্তমান। কুকি, নাগা ও তিপ্‌রা জাতির নিকটও খোদার বাণী পৌছিতে বাকী রহিল না। পাহাড়ের পর পাহাড় পথের পথ পথ ঢেউ খেলিয়া চলিল। সারাদিন পথ চলিলাম, কিন্তু কিনারা পাইলাম না। আমীর সাহেব সকলের আগে ষ্টীমওয়ালা এঞ্জিনের মতো পূর্ণ উদ্যমে চলিলেন। আমরা তাঁহার অনুবর্ত্তী টানা গাড়ীর মতো। তখন শুখনা শুখনা ঝড় বাতাস আরম্ভ হইল। পাহাড়ের গায় বাতাসের আঘাত লাগিয়া ঘূর্ণিপাক খাইতে লাগিল। সেই বাতাসের পরশে আমাদের ক্লান্ত শরীরও জুড়াইয়া গেল। মনের তৃপ্তিতে বাজনা বাজিয়া উঠিল—

চল্‌রে চল্‌রে চল্,
পাহাড় ডিঙিয়ে চল্।
আল্লা মোদের প্রাণের বল,
মোরা মাহদীর সেবক দল।
ছুটেছে বাতাস,
হও না হতাশ।
নূতন সাজে সেজে চল,
মোরা মাহদীর নূতন দল।
এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল,
আসবে প্রাণে বল।

সন্ধ্যার সময় কমলা সাগর ষ্টেশনের নিকট পৌছিলাম। অন্ধকারের ছায়া ছাইয়া পড়িল। পথ চিনিয়া চিনিয়া আমরা সকলে মাঠ ঘাট পার হইয়া শাহাপুর গ্রামে আমীর সাহেবের এক বন্ধুর বাড়ীতে পৌছিলাম। সেখানে খুব আদর যত্ন

পাইলাম। সেখানের লোকেরাও আহমদীয়তের বার্ত্তা শুনিল। যেখানেই যাই দেখিলাম তাহারা সাত পীরের মুরীদান। পীরের দোহাই আছে সেজন্যে তাহারা অন্য বিষয়ে কান পাতে না। মইজ ভাণ্ডারের ফকীরও মাঝে মাঝে দেখা যায়। সেখান হইতে আমীর সাহেব বাড়ী ফিরিতে মনস্থ করিলেন। আমাদের প্রায় মোট ৫০ মাইল পথ হাটা হইল। পূর্ণ এক দিন বিশ্রাম হইল।

স্নেহের

আহ্‌সান উল্লাহ্‌

গতকল্য আমাদের প্রায় ৫৫ মাইল হাটা হইয়াছে। পথি মধ্যে বেশ তবলীগ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা বাসারুক আছি। গতকল্য সন্ধ্যায় এখানে পৌছিয়াছি। মৌলভী রহমত আলী সাহেবের বাড়ীতে আছি।

অদ্য আমরা এখান হইতে যাত্রা করিয়া রামচন্দ্রপুরের বাজারে যাইতে ইচ্ছা রাখি এবং তথা হইতে রতনপুরা, নবীনগর হইয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাইতে ইচ্ছা আছে। এখন আমরা নিম্নলিখিত ছয় জন আছি (১) মৌলভী আহমদ আলী সাহেব, (২) মুন্সী আবদুল বারি সাহেব (সদাগর পাড়া), (৩) আফছর উদ্দীন ভূঞা সাহেব (করুরা), (৪) আবদুর রহমান সাহেব (করুরা), (৫) মীর্জ্জা আলী (করুরা), (৬) মোস্তাফা আলী।

স্নেহের

মুস্তাফা আলী

মেয়ে-মহল

আমার মা

সার চৌধুরী জাফরুল্লাহ খাঁ কে, সি, এস, আই মহোদয়ের লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতার সার-মর্ম

[মৌলবী আবদুল জব্বর বি-এ, বি-টি]

মহামান্য ভারতগভর্ণমেণ্টের আইন সচিব চৌধুরী সার মোহম্মদ জাফর উল্লা খাঁ, কে, সি,এস, আই, এল,এল, ডি গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে লণ্ডন সহরে আহমদীয়া মসজিদে তাঁর পুণ্যস্মৃতি জেন্নাত-বাসিনী অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না ও পবিত্র চরিত্রবতী মাতার জীবনী ও বর্ত্তমান যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বা মসিহ্ মাউদের (আঃ) আগমন বার্ত্তা সম্বন্ধে তিনি স্বপ্নে যে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া সভায় উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেন। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ যে ভাবে তাঁর মাতার মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে, নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল।

তাঁহার মাতা ১৯৩৮ সালের ১৬ই মে তারিখে স্বর্গধামে গমন করেন। এই খোদাপরায়না সৌভাগ্যবতী রমণী কি আহমদী, কি গয়ের-আহমদী সকল সমাজের প্রতি অনুগ্রহ, দয়া ও সহানুভূতি দেখাইয়া স্থাপন করে গিয়েছেন মহান আদর্শ পবিত্র ও উদার জীবনের।

তাঁহার মাতা ১৮৬৩ সালে ভারতের উত্তর পশ্চিম পঞ্জাব প্রদেশে একটি গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে এই প্রদেশে শিক্ষার প্রচলন মোটেই ছিল না। সুতরাং তাঁর মাতা বিশেষ বিদুষী ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া আবাল্য অতীব সাদর আপ্যায়নে ও সুখের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হয়েছিলেন। যেমন বুদ্ধিমতী ও তেজদৃপ্তা ছিলেন তেমন আবার তার অভাব ছিল না বালিকাসুলভ চপলতার।

তিনি বলেন, বাল্যে এমনি দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিযুক্ত করে দেন দুটি মহিষের লেজ একত্রে তাঁর মা যে তাহা কর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত এক মহা কৌতুহলপূর্ণ ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ মহিষ দুটি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করেছিল।

তাঁর মাতার অবিচলিত দৃঢ় খোদাপ্রেম পূর্ণ প্রকটিত হয়েছিল একাদিক্রমে পর পর পাঁচটি সুসন্তানের মৃত্যু হাসিমুখে সহিষ্ণুতার সহিত বরণ করে নিতে। পাঁচটি সন্তানহারা মাতা অশ্রুবিহীন

নেত্রে প্রফুল্লচিত্তে বলে উঠতেন "খোদা, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হউক"। তাঁর প্রথম সন্তানের নাম ছিল শুধু জাফর। সেই সন্তানের মৃত্যুর পর তিনি চলে যান পিত্রালয়ে। সেই গ্রামে কিন্তু পেতনী বা জাদুকারিনীরূপে পরিচিতা ছিলেন একটি বৃদ্ধা রমণী সকলের গৃহে। একদিন হঠাৎ তাঁর মাকে বলে গেল সেই পেতনী, যদি তিনি অব্যাহতি চান তার কুচুট হ'তে তবে তার অনুগ্রহ ক্রয় করে নিতে হবে কিছু খয়রাত তাকে দিয়ে। তিনি শুনে বলে উঠলেন, "গরীব বৃদ্ধা, কিছু খয়রাত করলে আসে যায় না, কিন্তু তার নিকট হতে কিনতে হবে সন্তানের প্রাণ পয়সা দিয়ে, খোদার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে, আমি সন্তানের প্রাণ ভিক্ষে করে ভিক্ষে দিতে পারি না"। তখন দুষ্ট রমণীট এই বলে চলে গেল, "এর জন্য অনুতাপ করবি বহু, তোর পুত্র আর একটি মারা যাবে জন্মলাভ করা মাত্র"। তাঁর মা উত্তর করলেন, "যদি মারা যায় তবে খোদার ইচ্ছেয়, তোর ইচ্ছে না"। কিছুদিন পরে তাঁর মাতা প্রসব করলেন একটি পুত্র সন্তান। একদিন গোসল করিয়ে দিচ্ছেন সন্তানটীকে এমন সময় সেই পেতনী হঠাৎ উপস্থিত হ'য়ে বল্লে, "এইটি বোধ হয় তোর সেই যুবরাজ! না?' তিনি কিন্তু কান দিলেন না তার অশুভ কথায়। তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলে চলে গেল, "কিছু পরে দুঃখ বেদনায় কেঁদে স্মরণ করবি আমাকে"।

ইহার পর পুত্রটি মারা গেল সেই সময়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রক্ত বমন করে, শনির দৃষ্টি তাঁর প্রাণতুল্য সন্তান পারলেন না কেটে উঠতে। সন্তানটি মারা গেল পেতনীর কথার স্বার্থকতা রাখতে।

ইহার দুই বৎসর পর তৃতীয় পুত্র জন্মিল যখন ছিলেন তাঁর পিতা কলেজে। পুত্রটি দুই বৎসর বয়সে পৌছিলে তাঁর মাতা গেলেন আবার পিত্রালয়ে; পুনরায় সেই পেতনী দেখা দিল, আবার কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল পূর্ব্ববৎ, সন্তানের প্রাণের মূল্য রূপে। খোদায় অটল বিশ্বাস রাখিয়া আবার তিনি তাকে বিদায় দিলেন রিক্ত হস্তে, জাদুকারিণী ফিরে গেল নৈরাশ্যে, ক্ষুন্ন মনে, অভিশাপ দিয়ে। তাঁহার মাতামহ বল্লেন, "ওকে কিছু দিলেইত হয়, বেশী ব্যয় নয়, অথচ ও সন্তুষ্ট হয়"। তাঁহার মাতা এর উত্তরে বল্লেন, "ব্যয়ের কথা না, বিশ্বাসের কথা"।

তারপর রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে বলে গেল গ্রাম হতে পেতনীকে তাড়াইয়া দিতে। তিনি স্বপ্নে উত্তর দিলেন, "আমারত কোন শত্রুতা ওর সঙ্গে নাই"। পর মুহূর্ত্তে তিনি জেগে মাথা তুলে দেখলেন, গৃহে প্রদীপ নির্ব্বাপিত, এবং একটি জানালা উন্মুক্ত, সেই জানালায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবামাত্র দেখতে পেলেন একটি রমণী মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি ঐ পেতনী বই আর কেহ নয় বলে চিনতে পারলেন। পরক্ষণেই দেখতে পেলেন অলৌকিক ঘটনা, পুত্রটি রক্ত বমন করছে। দেখলেন রাত্রি দ্বিপ্রহর। কিছু উপায় স্থির করতে না পেরে তন্মুহূর্ত্তে গৃহাভিমুখে রওনা দিলেন পিত্রালয় হতে দুই একটি লোক সমভিব্যাহারে। পথিমধ্যে পুত্রটি মৃত প্রায় হইল; তিনি কিন্তু মেহেরবান খোদার নিকট তন্ময়চিত্তে ধ্যানমগ্ন। তিনি প্রার্থনা করলেন, "খোদা আমি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করি না, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, হে আমার মাবুদ! তোমার আদেশ অবমাননা করে তোমার যেন অসম্মান না করি; আর অন্ততঃ অষ্টদিন যদি পুত্র বেঁচে থাকে তবে তাকে নিয়ে আমি নিরাপদে বাড়ী পৌছিতে পারি. আমিন!" তিনি যতক্ষণ না বুঝতে পারলেন তাঁর প্রার্থনা খোদা মঞ্জুর করেছেন ততক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন রহিলেন। প্রার্থনাকালে হঠাৎ প্রাণপ্রতিম সন্তান কোলে এসে বলে উঠল, "মা" "মা"। ডাক শুনিয়া তিনি আনন্দাশ্রু সংবরণ করিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি রোগমুক্ত সন্তান সহ নিরাপদে বাড়ী পৌছিলেন।

এই ঘটনার আট দিন পর সন্তানটি হঠাৎ একদিন রোগাক্রান্ত হইয়া পরপারে চলে গেল। মাতা খোদার মহব্বতে আস্থা হারাইলেন না। এই ঘটনার পর আরও দুইটি পুত্র সন্তান তিনি হারাইলেন। এই সমস্ত শোকাবহ দুর্ঘটনার পর তাঁর ক্ষণজন্মা সু-সন্তান সার চৌধুরী জাফর উল্লা খাঁ ১৮৯৩ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। এই সর্ব্বজন বিদিত প্রতিষ্ঠাপন্ন পুরুষের জন্মের পূর্ব্বরাত্রে তিনি একটি আনন্দপূর্ণ স্বপ্নে দেখেন যে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত শনিদৃষ্টিসম্পন্না রমণীটি আসিয়া তাঁকে বলিল, এইবার তোর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সে বেচে থাকবে; কিন্তু আর একটি উপদেশ দিয়ে গেল যে সন্তানটির নাসিকা এমনভাবে ছিন্ন করে দিতে হবে যে তার ভিতর দিয়ে যেন উষ্ট্রের একটি লোম অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। স্বপ্নে তাঁর মাতা যে তারিখে যে সময়ে তাঁর জন্মের বিষয় অবগত হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়ে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে ঐ পেতনীর কথানুযায়ী তাঁর নাসিকা ছিদ্রের জন্য তাঁর চাচা-আম্মা একটি সূচ আনেন; কিন্তু তাঁর প্রাতঃস্মরণীয়া মা তার নাসিকা ছিদ্র করতে

কিছুতেই রাজি হইলেন না। নয়নের পুতুল সম পর পর পাঁচটি সন্তানের বিরহ যাতনা অম্লান বদনে সহ্য করিয়াও খোদার প্রতি অটল বিশ্বাসে আস্থাহীন হইয়া কুসংস্কারে আত্মসমর্পণ করেন নাই এমন রমণী জগতে অতি বিরল।

তাঁর মাতা মৃত্যু পর্য্যন্ত এই অটল বিশ্বাসে অচল ছিলেন যে, রহমান-রহিমের ইচ্ছে ব্যতীত এ সংসারে কোন ঘটনাই ঘটে না। এমন কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় ঘটে নাই তাঁর জীবদ্দশায় যা তাঁর মা স্বপ্নে দেখতে পারেন নাই তার পূর্ব্বে। এই কুসংস্কারপূর্ণ ভারতে বা ভারতের বাহিরে অতি অল্প লোকেই স্বপ্নযোগে বৃহৎ ঘটনাবলীর আভাষ পেয়ে থাকেন; বক্ষে দুঃখে কেঁদে করাঘাত করা প্রাতে উঠিয়াই, খোদাকে স্মরণ করিবার পূর্ব্বে, যখন প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়—পঞ্জাবে এমনি কু-সংস্কার আছে। তাঁহার মাতা জীবনে ঐ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে একবার মাত্র এরূপ করেছিলেন। পরে এসলাম বিরুদ্ধ জেনে ঐরূপ করা ঘৃণা বোধ করতেন। তাঁহার মাতা একরাত্রে স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন, যে সমস্ত স্ত্রীলোক প্লেগের সময় বক্ষে করাঘাত করেছিল তারা খোদার গজবে বড় কষ্ট ভোগ করছে। পরে তিনি আরও পর পর তিনটি স্বপ্নে ঐ প্রকার আজাবের দৃশ্য দেখতে পেয়ে ভীতা হয়েছিলেন ও খোদার নিকট গোনাহ্‌ মাফের জন্য প্রার্থনা করেন।

যদিও তাঁহার মাতা আহমদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতেন তথাপি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সিলসিলা ভুক্ত হন। এই আন্দোলনে যোগ দিবার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব হতেই প্রায়ই স্বপ্নে ইহার অদূর ভবিষ্যতে দ্রুত উন্নতি ও সর্ব্ব দেশে পরিব্যপ্ত হতে তিনি দেখতে পান। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে যখন তিনি মোটেই কিছু জানতেন না তখন একরাত্রে স্বপ্নযোগে পবিত্র মক্কায় হজ্জ ব্রতে যেতেছেন দেখতে পান; প্রাতে গাত্রোত্থান করে পবিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিতা হয়ে রেল-যোগে বৈকালে মক্কায় পৌছেন; কিন্তু দুস্তর মরুভূমির পথ বাহিয়া হৃষ্টমনে চলেছেন এমন সময় হঠাৎ পথিমধ্যে এমন স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে দেখলেন একগাছি দড়ি আকাশ হতে বিলম্বিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। তিনি আরও বিস্মিত হলেন ইহা দেখে যে, সেই দড়ি বাহিয়া এক মহাপুরুষ আকাশ হতে অবতরণ করতেছেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে চিনতে পারলেন না। সেই মহাপুরুষের পবিত্র হস্তেদেশে শুভ্র বস্ত্রাবৃত একটি ছোট বাক্স আর তাঁর চতুপার্শ্বস্থিত অগণিত জনস্রোত হতে মহা কলরব দিগন্ত ভেদ করে উর্দ্ধে উঠছে। তিনি সেই মহাপুরুষকে অভিবাদন করে বল্লেন, "আমি এসেছি, ক্ষমা করবেন কি আমাকে আপনি?" সেই দেবপুরুষ হ'তে উত্তর আসল, "এ পুস্তকে যদি আপনার নাম থাকে, ক্ষমা করব আপনাকে"; দেখতে পেলেন পরে একখানা পুস্তক আছে বাক্সের নিকটে। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা পরে তিনি তাঁর পিতা ও স্বামীকে একে একে আদ্যোপান্ত বিবৃত করলেন। তাঁর পিতা তাঁকে বল্লেন, ইঙ্গিত করছেন খোদা আহমদীয়াত গ্রহণ করতে তোমাকে। তিনি উত্তরে জানাইলেন, প্রত্যক্ষ কোন নিশানা খোদা তাঁকে না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি গ্রহণ করবেন না ইহা।

এই ঘটনার পর কদাচিৎ প্রায় অতীত হয়েছে এক মাস এমন সময় এক রাত্রে দেখলেন স্বপ্নে, তেজদৃপ্ত আলোকচ্ছটায় সমস্ত গৃহ হয়েছে আলোকিত। সেই আলোকপুঞ্জ ভেদ করে দেখতে পেলেন এক মহাপুরুষ উপবিষ্ট আছেন সুন্দর এক খানা খাটে। উজ্জ্বল আলোকপ্রভা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দ্দিকে তাঁর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় দেহ হতে। উপক্রম করছে সেই তেজদৃপ্ত আলোকমূর্ত্তি গাত্রোত্থান করতে কিয়ৎক্ষণ পরে, এমন সময় তাঁর মা বলে উঠলেন, "মেহেরবানী করে বিলম্ব-করুন ক্ষণেকের তরে"। তাঁর মা তাঁকে বিনীতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "নাম বলবেন কি আপনার দয়া করে?" তাঁর মা বিহ্বল হলেন আনন্দে উত্তর শুনে আলোকমূর্ত্তি হতে "আপনি দেখছেন সেই আহমদকে প্রতিশ্রুতি ছিল যাঁর আগমন বিষয়ে"। আহমদী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসিহ যে আহমদ ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন তাহা জানতেন না। জেনতে পেলেন তিনি ইহার কিছুদিন পরে পরিদর্শনের জন্য আসছেন আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শিয়ালকোটে।—পড়েগেছে অপূর্ব্ব সারা সমস্ত সহরময়। সার চৌধুরী জাফর উল্লা খাঁ এই সময়ে ছিলেন উপস্থিত ষ্টেশনে—পিতামাতা সহকারে। দেখতে পেলেন, তাঁকে দেখতে হাজার হাজার লোক সমবেত হচ্ছে। এই সময়ে তাঁর মাকে বল্লেন তাঁর পিতা যোগ দিও না ঐ আন্দোলনে ভাল করে আলোচনা করবার পূর্ব্বে।—তার উত্তরে তাঁর মা বল্লেন, "ধর্ম্ম বিশ্বাস বা খোদা-রসুলের বিশ্বাস ব্যক্তিগত স্বাধীন মত সাপেক্ষ"।

এই সমস্ত স্বপ্নব্যাপার কত যে গুঢ় রহস্যপূর্ণ—তা বুঝতে পারেন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই। এই সময়ে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এ সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেছে কত

বিপদ ঝঞ্চা তা বর্ণনাতীত। স্বয়ং খোদা এ সমাজের উন্নতির পশ্চাতে—তাই ইহা বিপদ বাধায় প্রদমিত না হয়ে চলেছে দ্বিগুন বেগে উন্নতির দিকে। সেই দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর তাঁর মাতা গেলেন মহাপুরুষের বিবির সঙ্গে প্রথম দেখা করতে; দেখা করলেন কিছু পরে সেই মহামানবের সঙ্গে। তাঁহার সহিত মোলাকাত হইবা মাত্র দেখলেন তাঁকে তেজদৃপ্ত স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের মত। বল্লেন এসেছি আমি আন্দোলনে যোগ দিতে দীক্ষায়। এ নব মতবাদে এত বিমুগ্ধ হয়েছিলেন নিগুঢ় রহস্য উপলব্ধি করে অলৌকিক ভাবে যে, তাঁর দীক্ষা থাকল না সাপেক্ষ পুস্তকাদি অধ্যয়নের। পরে তাঁর মা বল্লেন তাঁর পিতাকে। তিনি বল্লেন, 'এ সমস্ত বিষয় বড় জটিল'। তাঁর পিতা আরো বল্লেন, যদি দীক্ষা গ্রহণ করেছ তবে বিচ্ছিন্ন হ'বে। তাঁর মাতা বল্লেন, "আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি না।"

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে তাঁর পিতা দীক্ষা নেন। যদিও তাঁর মা দেখেছিলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহকে অল্পসময়ের জন্য, তথাপি ছিলেন তিনি তাঁর সমস্ত জীবন ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতীক। তিনি আসতেন প্রায়ই তাঁর নিকট তাঁকে সুপথ নির্দ্দেশ করতে স্বপ্নে। কতদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, তিনি এক বহু যোজন ব্যপ্ত মাঠের মধ্যে আছেন দাঁড়ায়ে, আর তথায় একটি আলো উঠল জ্বলিয়ে, তাঁর স্বামী ছিলেন অদূরে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন আসতে তাঁকে তাঁর নিকটে, ক্রমান্বয়ে উঠল দিগন্ত ব্যাপী আকাশে এক জ্যোতির্ম্ময় আলো। নিকটে ছিল একটি ঝরণা, তার তীরে জমেছিল বহু লোক মুখ ফিরিয়ে আলো হতে অন্যদিকে। পরে তিনি বুঝলেন একদল লোক নিবে না দীক্ষা এ আন্দোলনে।

তিনি যে ছিলেন স্বার্থত্যাগী পরোপকারে ব্রতী তা জানা যাবে তাঁর জীবনের দুই একটি ঘটনা হতে। তাঁর জীবনে তিনটি বিষয় ছিল বড় প্রিয়। খোদার প্রতি অটল বিশ্বাস, আহমদীয়তের সেবা ও পরোপকার। শত্রুকেও করতেন সকল সময় সাহায্য, তাতে ছিলেন না কখন পরাঙ্মুখ। একদিন চোর করেছিল তাঁর হাতের বলয় চুরি করতে চেষ্টা, ধরা পড়ে হয় তার শাস্তি; কিন্তু তিনি তাঁর পুত্র দ্বারা তাকে বাঁচান শাস্তি হতে।

আর একদিন আহ্‌মদীদের পরম শত্রু দেনার দায়ে জেলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল তার মহাজন দ্বারা। তাঁর মা তাঁকে বাধ্য করলেন তার টাকার জামিন হতে। তাঁর মা তাকে বাঁচালেন টাকা কর্জ্জ দিয়ে জেল হইতে।—এরূপ ধর্ম্মপ্রিয়া খোদায় অটল আস্থাবতী রমনীর পুত্র দেশ-জোড়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন না কর্‌লে, করবে কে।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

জগৎ আমাদের

কলিকাতায় তবলীগ

বিগত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে খোদাতা'লার ফজলে কলিকাতায় আমাদের দারুত-তবলীগে এবং ওয়েলিংটন স্কুয়ার ও কলেজ স্কুয়ারে প্রায় দশটী তবলীগী মিটিংএর অনুষ্ঠান হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোন মিটিংএ আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী হুস্‌সাম উদ্দীন হায়দর সাহেব, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়া, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া কর্ম্মিদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। "মৃত্যুর পর-পারের জীবন", "কোরানের ফজিলত" "মানব জীবনের উদ্দেশ্য", "নবী বা অবতারের আবশ্যকতা", 'ইসলামী পর্দ্দা", "ধর্ম্মই বর্ত্তমান সমস্যা সমূহের সমাধান", "জগতের বর্ত্তমান অবস্থা ও আন্তর্জ্জাতি শান্তি" ইত্যাদি বিষয়ে, মৌলানা মোহাম্মদ সলিম সাহেব, মৌলবী ফাজেল, মৌলবী দৌলত আহমদ খান সাহেব বি-এল, মৌলবী আবদুল হাফিজ সাহেব, মৌলবী বাহাউল হক সাহেব এম এ, মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেব বি-এ, বি-টি ও মৌলবী আমীর আলী সাহেব সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। হিন্দু, মোসলমান সকল শ্রেণীর লোকই বহুল সংখ্যায় সভায় যোগদান করিয়া বক্তৃতা শ্রবণে আপ্যায়িত হন।

রাজসাহীতে তবলীগ

এবার খোদার ফজলে রাজসাহীতে ১২ই মার্চ্চ রবিবার তবলিগ-ডে বড়ই উৎসাহের সহিত সুসম্পন্ন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূর্ব্ব হইতেই "আহমদী" অফিস হইতে "তিনিই আমাদের কৃষ্ণ" এবং "ইস্‌লাম ও অস্পৃশ্য জাতি" পুস্তিকাদ্বয় আনাইয়া রাখা হইয়াছিল। সেই দিন সকালে ৮ টার সময় মাষ্টার আবদুস্ ছামাদ খাঁ, মাষ্টার আকিল বিন্-আবদুল কাদীর আঞ্জোমানের সেক্রেটারীকে সঙ্গে করিয়া সহরের যে অংশে হিন্দু প্রধান বসতি সেই খানে গিয়া উপরি-উক্ত পুস্তিকাদ্বয় বহুল সংখ্যায় বিতরণ করেন। সকলেই উহা অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। একজন বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক পুস্তিকা পাঠ করিয়া এতই প্রীতি লাভ করেন যে রাস্তায় পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বড়ই আহ্লাদের সহিত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনাদের এই সৎ-প্রচেষ্টার জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এই রকম হইলে বেশ ভালই হয়।" পরের দিন আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনিও তদনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন।

সহরে বিতরণ শেষ হইলে তথা হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তি রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়াও ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের এই চেষ্টা ফলবতী করুন—আমীন। ইতি—

—রিপোর্টার—

সেক্রেটারী, রাজসাহী আঞ্জোমনে

—আহমদীয়া—

মুর্শিদাবাদে তবলীগ

বিগত মাসে ভরতপুর আঞ্জোমনের সেক্রেটারী মৌলবী হাফিজুল্লাহ্‌ সাহেব কান্দি মহকুমার ২১টি গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ইস্তাহার বিতরণ দ্বারা ও মৌখিক ভাবে তবলীগ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৫০ মাইল ভ্রমণ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় খোদার ফজলে ভরতপুর আঞ্জোমনের মেম্বরগণ তালীম-তরবীয়তের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রচেষ্টাকে 'বা-বরকত' করুন——আমীন।

বাজিতপুরে তবলীগ

খোদাতা'লার ফজলে বিগত মাসে নিকলী থানার অন্তর্গত জাল্লাবাদ নিবাসী মুন্সি রোস্‌মতআলী সাহেব ও বাজিতপুর থানার অন্তর্গত গাজিরচর নিবাসী মুন্সি শামসুজ্জোহা সাহেব 'বয়াৎ' বা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের এস্তেকামাতের জন্য এবং তথায় সিলসিলার উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন।

বাঁকুড়ায় তবলীগ

বিগত তবলীগ ডে উপলক্ষে ১১ই মার্চ্চ বিকালে বাঁকুড়া আঞ্জোমনের প্রেসিডেন্ট মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বি-এ বাঁকুড়া টাউন হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী চান্দাই চকা' নামক এক গ্রামে তবলীগ করিতে গেলে বহু লোক তথায় জমা হয়

এবং তিনি তাহাদিগকে তবলীগ করেন। পরদিন প্রাতে তিনি সেই গ্রামের আরো কতিপয় লোক সমাভিব্যাহারে তথা হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী 'পাথান্না' নামক এক হিন্দু-প্রধান গ্রামে গমন করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে ট্রাক্ট বিতরণ করেন। দ্বিপ্রহরে পুনরায় 'চান্দাই চকাই' গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথায় গ্রামবাসিগণ পুনরায় তাঁহার নিকট সমবেত হইলে তিনি 'ইসলাম এবং আহমদীয়ত' সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বিকালে একটি মিটিং আহ্বান করা হয় এবং তিনি ইসালাম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

মৌলবী রহীম বখ্‌স্‌ মল্লিক সাহেব সেই দিবস তবলীগের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুর সহরে গমন করতঃ সহরবাসীদিগের মধ্যে ট্রাক্ট বিতরণ করেন এবং কতিপয় বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া তবলীগ করেন।

মিষ্টার আবুল কাসেম খান এবং ডাঃ মোহাম্মদ মুসা বাঁকুড়া টাউনে থাকিয়া তবলীগ করেন। তাঁহারা টাউনে এবং টাউনের আসে পাশের গ্রামে ট্রাক্ট বিতরণ করেন। বিগত বৎসরের তবলীগ দিবসে ডাঃ মোহাম্মদ মুসার সহিত তথাকার মেডিকেল হোষ্টেলের কতিপয় ছাত্র দুর্ব্যবহার করিয়াছিল; এবৎসর মিঃ আবুল কাসেম খান উক্ত হোষ্টেলে তবলীগ করিতে যান। এবৎসরও সেই ছাত্রগণই কাসেম সাহেবের হাত হইতে কাগজপত্র ছিনাইয়া নিতে চেষ্টা করে। কাসেম সাহেব তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কাগজপত্র বগলতলে করিয়া সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া শিষ্টাচারের সহিত বলিলেন, "আমাকে ছিন্ন না করা পর্য্যন্ত আপনারা আমার কাগজপত্র স্পর্শ করিতে পারিবেন না"। তাঁহার এই মোমেন-উচিত উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল এবং পরে তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে আলাপ আরম্ভ করিল এবং তিনি তাহাদিগকে ইসলামের বাণী শুনাইলেন।

তবলীগ দিবস উপলক্ষে বাঁকুড়া আঞ্জোমন "ইসলাম বা সাম্যবাদ" নামে পুস্তিকা প্রকাশিত করেন এবং এক হাজার কপি বিতরণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ; আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে আরো তবলীগ করিবার তৌফিক দিন এবং তাঁহাদের এই তবলীগী প্রচেষ্টার উত্তম ফল প্রদান করুন—আমীন।

ব্রহ্মদেশে তবলীগ

খোদাতা'লার ফজলে ব্রহ্মদেশে আহমদীয়তের পয়গাম দিন দিন নূতন স্থানে প্রচারিত হইতেছে। লোওয়ার বর্ম্মায় ইমিতে খোদার ফজলে ৫ জন বাঙ্গালী বয়াত করিয়াছেন। তথায় আমাদের জনৈক উৎসাহী বাঙ্গালী ভ্রাতা মৌলবী আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেব—যিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে পদব্রজে বর্ম্মা হইতে কাদিয়ান গিয়াছিলেন—উদ্যমের সহিত তবলীগ কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার তবলীগী প্রচেষ্টার ফলেই খোদার ফজলে ৫ জন লোক সিলসিলাভুক্ত হইয়াছেন। তথায় আহমদীয়তের প্রচার হইতেছে। ইয়ামেদিন (Lamithin) নামক স্থানে গত জুন মাসে আমাদের মোবাল্লেগ মৌলবী এ, কে, নসীম সাহেবের সঙ্গে গয়ের-আহমদী আলেমদের এক মোবাহেসা হয় এবং সেই মোবাহেসার মজলিসেই ১৮ জন লোক আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। তৎপর সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় মৌলবী সাহেব তথায় গমন করিলে শতাধিক লোক তথায় সিলসিলায় দাখেল হন। বর্ত্তমানে সেখানে দুই শতাধিক আহমদী হইয়াছেন। ইঁহারা অধিকাংশই জেরবাদী বা বাঙ্গি মোসলমান। তা'ছাড়া বর্ম্মায় আরো অনেক স্থানে জমাত স্থাপিত হইয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্‌তা'লা তথায় সিলসিলাকে দ্রুত উন্নতি দান করুন—আমীন।

ক্রোড়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া ও আন্‌সারুল্লাহ্‌

ক্রোড়া আঞ্জোমনের 'আন্‌সারুল্লাহ্‌' ও 'খোদ্দামুল-আহমদীয়া' সমিতিদ্বয়ের মেম্বরগণ একত্র মিলিত হইয়া তদঞ্চলের আরন্দ, উজানিসার ও মুড়িপাড়া এই তিনটি গ্রামে যাইয়া হিন্দু ভ্রাতাগণকে তবলীগ করেন। এতদ্ব্যতীত বিগত 'তবলীগ-ডে' উপলক্ষে উক্ত আঞ্জোমনের 'মজলিসে-আত্‌ফাল' বা ছাত্র সমিতির মেম্বরগণ উক্ত আঞ্জোমনের তবলীগ-সেক্রেটারী ডাঃ ফজলুর রাহমান সাহেবের নেতৃত্বাধীনে নিকটবর্ত্তী বরিশল গ্রামে তবলীগ করিতে যান এবং তথায় বেশ সফলতার সহিত তবলীগ কার্য্য সমাধা করেন।

উক্ত আঞ্জোমনের খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ ক্রোড়া গ্রামের জনৈকা নিরাশ্রয়া গয়ের-আহমদী বিধবার ঘর মেরামত করিয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যে অতি উৎসাহ সহকারে যোগদানকারী ভ্রাতাগণের মধ্যে মুন্সি আইনল হুসেন সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

আল্লাহ্‌তা'লা সকল নিষ্ঠাবান কর্ম্মিগণকে উত্তম 'জাজা' দিন এবং তাহাদের কার্য্যকে 'বা-বরকত' করুন——আমীন

ভাদুঘর খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির কার্য্য

ভাদুঘর জমাতের খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ উপর্য্যুপরি পরিশ্রম করিয়া উক্ত গ্রামের দুইটি পুকুর পরিষ্কার করিয়াছেন। পুকুর দুইটি কচুরী পানায় অবৃত ছিল, জল ব্যবহারের অযোগ্য ছিল। যাহা হউক, তাহাদের চেষ্টায় পুকুরদ্বয় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়াছে।

৬ই এপ্রিল তারিখে উক্ত গ্রামে সূত্রধর পাড়ায় আগুন লাগিয়া প্রায় ২০ খানা ঘর দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ অগ্নি-দগ্ধ বাড়ী-ওয়ালাদের যথা-সম্ভব সাহায্য করিয়াছেন।

উক্ত সমিতির মেম্বরগণ একটি রাস্তায় বাঁশের সাঁকু মেরামত করিয়া জন-সাধারণের উপকার করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

যে সকল ভ্রাতা এই সকল জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুন্সি আবদুল গণি খন্দকার, মুন্সি রুকনউদ্দীন ভূঞা, মুন্সি আবদুর রাহমান, মুন্সি আবদুল মোতালেব, মুন্সি নুরুদ্দিন ও মুন্সি শমস্‌উদ্দীন সাহেবানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাদিগকে এই প্রকারের নেক্ কাজ করিবার তৌফিক ও উৎসাহ আরো বৃদ্ধি করিয়া দিন——আমীন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মোকামী আঞ্জোমন-সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন যেন চাঁদা প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদার জায়—অর্থাৎ, কোন্ প্রকারের চাঁদা কত, বা তাহরিক জদীদের চাঁদা হইলে কোন্ বৎসরের কত, বা জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা হইলে কাহার পক্ষ হইতে কত এসমস্ত বিষয় সবিস্তার লিখিয়া পাঠান হয়। পুনঃ পুনঃ তাগিদ করা স্বত্বেও অনেকেই এরূপ করিতে ভুলিয়া যান। চাঁদার জায় না পাইলে চাঁদা জমা করিতে এবং হিসাব ঠিক করিতে বড়ই অসুবিধা হয়। অতএব আশা করি, সকল প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণ এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

মাসিক রিপোর্ট

যে সকল আঞ্জোমন হইতে রীতিমত মাসিক রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে নিম্নে তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল, ও আশা করি, অন্যান্য আঞ্জোমনও এসম্পর্কে তৎপর হইবেন এবং রীতিমত চাঁদা ও রিপোর্ট পাঠাইবেন।

বাজিতপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, শুহিলপুর-ঘাটুরা ও ক্রোড়া। প্রথমোক্ত আঞ্জোমন ত্রয় হইতে চাঁদাদিও রীতিমত আসিয়া থাকে। জাজাকুমুল্লাহ্‌ আহসানুল জাজা।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

বিনা অপারেশনে চক্ষু রোগের চিকিৎসা

আপনার চক্ষে ছানি হইয়া থাকিলে বিনা-অপারেশনেই আমাদের ঔষধ ব্যবহারে ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন। ঔষধ কেবল খাইতে হয় ও চক্ষে লাগাইতে হয়। অপারেশনে হইয়া থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাইবেন। কারণ এই ঔষধ ব্যবহারের পর কোন চশমা ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। চিঠি লিখিয়া বিস্তারিত অবগত হউন। এক মাসের ব্যবহার্য্য ঔষধের মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

ডাঃ মাহবুবুর রহমান বাঙ্গালী এম-বি,
কাদিয়ান, পাঞ্জাব

ফাসফীম টনিক

মস্তিষ্ক-চালনাকারীদিগের পরম বন্ধু। সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিক দুর্ব্বলতা, রক্তাভাব, হৃদ-কম্প, অজীর্ণ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য ও ধ্বজ-ভঙ্গ ইত্যাদি ব্যাধির মহৌষধ। আপনি যদি উপরুক্ত কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন তবে ফাসফিম টনিক ব্যবহারে ইন্‌শ-আল্লাহ্‌ আরোগ্য লাভ করিবেন।

মূল্য, ছোট শিশি—৩৲, বড় শিশ ৫৲, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাঃ মাহবুবুর রাহ্‌মান বাঙ্গালী, এম-বি।
কাদিয়ান, পাঞ্জাব।

নূতন আহমদী করিবার ওয়াদা

যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আঃ) তাহরীক অনুসারে নূতন আহমদী করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদের লিষ্ট

(সকল ভ্রাতা ভগ্নীগণ নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে সত্বর হউন)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতিশ্রুতি দাতার নাম	বৎসরে কে কয়জন নূতন আহমদী করিবেন	বৎসরে কে কতদিন সময় উৎসর্গ করিবেন
২৫। মৌলবী মোজাফ্‌ফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব, বি-এ, ঢাকা	২	৭ দিন
২৬। " আবুল হুসেন সাহেব, বাজিতপুর আঞ্জোমন	১	×
২৭। " আবদুল জব্বর " "	১	×
২৮। " মীর সিদ্দীক আলী সাহেব "	১	×
২৯। " গোলাম আহমদ সাহেব "	১	×
৩০। " আবদুর রাহমান সাহেব "	১	×
৩১। " এমদাদুদ্দীন আহমদ সাহেব "	১	×
৩২। " আবদুর রসিদ সাহেব "	১	×
৩৩। মোসাম্মত জহুর আলম আখতার সাহেবা "	১	×
৩৪। ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, সরুশুনা, যশোহর	১	×
৩৫। মুন্সি আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেব, বগাপুতা, ময়মনসিংহ	১	×
৩৬। " আমেজউদ্দীন আহমদ সাহেব, চন্দনপাট, রংপুর	১	×
৩৭। " আবদুস্ সোবহান সাহেব " "	১	×
৩৮। মাষ্টার মাহ্‌বুবুর রাহমান চৌধুরী দেবগ্রাম, ত্রিপুরা	১	১২ দিন
৩৯। মুন্সি হারু মিঞা, ক্রোড়া আঞ্জোমন, ত্রিপুরা	১	×
৪০। " আবদুর রাহমান ভুঞা সাহেব " "	১	×
৪১। " সৈয়দ উদ্দীন আহমদ " " "	১	×
৪২। " মিঞা চান্দ ভূঞা " " "	১	×
৪৩। " আবদুর রাজ্জাক ভুঞা " " "	১	×
৪৪। " আইনুল হুসেন ভুঞা " " "	২	×
৪৫। " আফসরউদ্দীন মাষ্টার " " "	১	×
৪৬। " আলী আজ্জম " " "	২	×
৪৭। " আবদুল মজিদ " " "	১	×
৪৮। মৌলবী হায়দর আলী ভুঞা " " "	২	×
৪৯। মুন্সী সিরাজুল ইসলাম ভুঞা " " "	১,	×
৫০। ডাঃ ফজলুর রাহমান ভুঞা " " "	১	×

প্রতিশ্রুতি দাতার নাম				বৎসরে কে কয়জন নূতন আহমদী করিবেন	বৎসরে কে কতদিন সময় উৎসর্গ করিবেন
৫১। মুন্সি ওয়াসেল উদ্দীন ভূঞা সাহেব	ক্রোড়া	আঞ্জোমন	ত্রিপুরা	১	×
৫২। ” আবদুল কাইয়ুম ভূঞা	”	”	”	১	×
৫৩। ” জমিরুদ্দীন ভূঞা	”	”	”	১	×
৫৪। ” হাজী জাঁহা বখ্‌স্‌	”	”	”	১	×
৫৫। ” আলীমদ্দীন মিঞা	”	”	”	১	×
৫৬। ” তারু মিঞা	”	”	”	২	×
৫৭। ” চান্দ মিঞা	”	”	”	৩	×
৫৮। ” নাসিরুদ্দিন আহমদ	”	”	”	২	×
৫৯। বিবি সালেহা খাতুন সাহেবা		”	”	১	×
৬০। ” আমেনা খাতুন সাহেবা		”	”	১	×
৬১। ” ফাতেমা খাতন সাহেবা		”	”	১	×
৬২। ” সায়েরা খাতুন সাহেবা		”	”	১	×
৬৩। ” মানিক চান্দ সাহেবা		”	”	১	×
৬৪। মুন্সি আবুল হুসেন সাহেব		”	”	২	×
৬৫। ” মজিরউদ্দীন আহমদ		”	”	১	×
৬৬। মৌলবী আমীর হুসেন সাহেব,		বগুলা,	নদীয়া	১	×
৬৭। মুন্সি আবদুল জব্বর সাহেব,	ঘাটুরা		ত্রিপুরা	১	×
৬৮। ” আবদুল আজীজ সাহেব	”		”	১	×
৬৯। ” দুধু মিঞা সাহেব	”		”	১	×
৭০। ” আবদুর রহমান সাহেব	”		”	১	×
৭১। রোকন উদ্দীন ভূঞা সাহেব,	ভাদুঘর		”	১	×
৭২। আবদুররহমান সাহেব	”		”	১	×
৭৩। আবদুল গণি খন্দকার সাহেব	”		”	১	×
৭৪। সমছুদ্দীন সাহেব	”		”	১	×
৭৫। অছিমুদ্দিন সাহেব	”		”	১	×
৭৬। আবদুল মুত্তালেব সাহেব	”		”	১	×
৭৭। নূরুদ্দিন সাহেব	”		”	১	×
৭৮। জিয়াউদ্দীন সাহেব	”		”	১	×
৭৯। মুছলেউদ্দিন সাহেব	”		”	১	×
৮০। মুজাফর আলী খন্দকার সাহেব	”		”	১	×
৮১। রহিমদ্দীন সাহেব	”		”	১	×
৮২। আবদুল লতিফ সাহেব	”		”	১	×
৮৩। তোতা মিঞা সাহেব	”		”	১	×

নোট—স্থানাভাবে সকলের নাম প্রকাশ করা গেল না ; ইন্‌শা-আল্লাহ্‌ আগামী সংখ্যায় অবশিষ্ট নাম প্রকাশ করা হইবে।

তাহরিকে জদীদের ৫ম বর্ষের চাঁদার ওয়াদা

এখনো ওয়াদা করিবার সময় আছে

ওয়াদা করিবার শেষ তারিখ ৩০শে এপ্রিল

এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত ওয়াদার লিষ্ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

	চতুর্থ বৎসরের প্রদত্ত	৫ম বৎসরের ওয়াদা
মৌলবী হাফেজ তৈয়বুল্লাহ সাহেব, ভরতপুর	৫৲	৬।০
মাষ্টার মাহবুবুর রাহমান চৌধুরী, দেবগ্রাম,	×	৫৲
মোসাম্মত মসউদা খাতুন সাহেবা „	৫৲	৫৲
মুন্সি উজীর আলী সাহেব, বিষ্ণুপুর	৫৲	৬৲
মৌলবী গোলাম মৌলা খাদিম সাহেব, খড়মপুর	১৫৲	১৬৲
মিসেস গোলাম মৌলা খাদিম „	৫৲	৬৲
মৌলবী জয়নাল হুসেন খান সাহেব, দেবগ্রাম	৬৲	৫৵০
„ রউফদাদ খান সাহেব „	৬৲	৫৲
„ আবদুল লতীফ সাহেব, সিউরি	১০৲	৫৲
মাষ্টার সালাহ্‌উদ্দীন খান, ঢাকা	৫৲	৫॥০
মৌলবী আবদুর রাহমান খাঁ ঢাকা, তদীয় স্বর্গীয়া স্ত্রী তাহেরা খাতুনের পক্ষ হইতে	৫৲	৫॥০
মুন্সি সিরাজউদ্দীন সাহেব, বিষ্ণুপুর	(অজ্ঞাত)	৫৲

		চতুর্থ বৎসরের প্রদত্ত	৫ম বৎসরের ওয়াদা
„ আবদুল গনি	„ আহমদীপাড়া	„	৫৲
„ মিঞা চান্দ	„ „	„	৫৲
„ আবদুল করীম	„ „	„	৫৲
„ কফিলউদ্দীন	„ „	„	৫৲
„ ছাদত আলী	„ „	„	৫৲
„ আবদুল মালেক	„ „	„	৫৲
„ আবদুল হেকীম দরজী	„ „	„	৫৲
„ এক্রাম উদ্দীন	„ „	„	৫৲
„ আশরফ আলী	„ „	„	৫৲
„ আবদুল হাই	„ „	„	৫৲
„ আফছরউদ্দীন	„ „	„	৫৲
„ হাফিজউদ্দীন	„ „	„	৫৲

জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা প্রাপ্তি

অন্যান্য বন্ধুগণ সত্বর নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করুন

১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত মোট চাঁদা	৯৯৬৶০	„ আবদুস্ সোবহান সাহেব, শ্যামপুর, রঙ্গপুর	২৲
১লা মার্চ্চ হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদা—		„ আমেজউদ্দীন „ „ „	১॥০
মাষ্টার আবদুস্ সামী, লাখাউটি, যুক্তপ্রদেশ ...	৫৲	মৌলবী রহমত আলী সাহেব, বাসারুক, ত্রিপুরা	২৫৲
„ নবিউল হক, „ „	১৲	„ আবদুল আজীজ „ „ চরকাউনা, ময়মনসিংহ	৫৲
জোনাব হেকীম আবদুল বারী সাহেব, ঢাকা	৫৲	ডাঃ মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, সরূগুনা, যশুহর	॥০
মুন্সি এসারউদ্দীন আহমদ „ শ্যামপুর, রঙ্গপুর	৩৲	মাষ্টার আজীজ আহমদ „ „ „	।০
„ গফুরউদ্দীন আহমদ „ „ „	৬৲	মৌলবী আবদুর রাজ্জাক „ এম-এ, ডবলিন	১৲
„ নেজামউদ্দীন আহমদ „ „ „	৪৲	„ আবদুল জব্বর „ বি-এ, বি-টি „	১৲
„ বশীরউদ্দীন আহমদ „ „ „	১॥০	মুন্সী আবদুল জব্বর „ ফেকামারা, ময়মনসিংহ	৫৲

মুন্সী মজিব আলী সাহেব, ঘাটুরা, ত্রিপুরা ৯৲
" উজির আলী ,, বিষ্ণুপুর, ,, ৫৲
মৌলবী মীর সেকান্দর আলী সাহেব সরাইল, " ২৲
মুন্সী রহিমউদ্দীন ,, ভাদুঘর, ,, ৬৲
জোনাব হেকীম আবদুল আজীজ সাহেব, পাঞ্জাবী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ২৫৲
মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদেম সাহেব বি-এ, ,, ৫৲
মাষ্টার গোলাম আহমদ, চট্টগ্রাম ১৲
মোসাম্মত সৈয়দ শামসুন্নেহার বেগম সাহেবা " ৫৲
মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব সাবরেজীষ্ট্রার, বাজিতপুর ১০৲
" মীর রফিক আলী সাহেব, এম-এ, বি-টি, রাজসাহী ১০৲
,, মোহাম্মদ সঈদ সাহেব, মোবাল্লেগ, কৃষ্ণনগর ৩৲
,, আবদুল আজহার ভূঞা সাহেব, আখউড়া ৪৲
মুন্সী ইস্‌হাক লস্কর সাহেব, ঘাটুরা, ত্রিপুরা ৩৲
,, এলাহী লস্কর ,, ,, ,, ৫৲
,, শামসুদ্দীন ,, " ,, ৩৸০
খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, বগুড়া ৪০৲
মুন্সি ইসহাক মিঞা সাহেব, শ্যামপুর, রঙ্গপুর ৸০
,, আমেজউদ্দীন আহমদ ,, ,, " ১৲
,, আনোয়ার উদ্দীন আহমদ ,, ,, ১৲
,, ছালার উদ্দীন আহমদ " ,, ,, ২৷০
মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব, সাবরেজীষ্ট্রার, চিলমারি, রংপুর ১২৪৷০
" আবদুস্ সোবহান সাহেব গাইবান্ধা, " ১৩৲
" বদর উদ্দীন আহমদ সাহেব, বি-এল, " ৮৲
" গোলাম আহমদ সাহেব, বিরামপুর, মুর্শিদাবাদ ৫৲
" জিনত আলী ভুঞা সাহেব, বি-এ, চট্টগ্রাম ৪০৲
" দেলওয়ার হুসেন সাহেব, মোগলহাট, রংপুর ৫৲
মুন্সী আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী সাহেব, বগাপুতা, ময়মনসিং ৪৲
" সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক সাহেব, মৌরাইল, ত্রিপুরা ১২৲
" " আবদুল জব্বর " " " ৮৸০
মাষ্টার আবু সঈদ মোহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া " ,, ১৫৲

১৪৩৭৸৶০

খেলাফত জুবিলী ফণ্ডের ওয়াদা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বের মোট ওয়াদা ৩৮৪৩৷৶০
মিসেস শামসুল হুদা, তালসহর, ত্রিপুরা ৫৲
মৌলবী হাফেজ মোহাম্মদ তৈয়বুল্লাহ সাহেব, ভরতপুর ২৲
বিবি ওয়াসেকা খাতুন সাহেবা " ২৲
বিবি মহিদন্নেসা " " ১৲
মৌলবী মোহাম্মদ কাসেদ সাহেব " ২৲
মৌলবী মোহাম্মদ হিক্‌মতউল্লাহ সাহেব " ২৲
" " ইব্রাহীম " " ৷০
" " সঈদ " আঙ্গারপুর ১৲
" " ইউনুস " " ৷০

৩৮৫৯৶০

'আল্ ফজল' খোৎবা সংখ্যা

গ্রাহক হইবার সুবর্ণ সুযোগ

সর্ব্বসাধারণের নিকট হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) অমূল্য খোৎবা সমূহ পৌছাইবার উদ্দেশ্যে আল্‌ফজলের খোৎবা সংখ্যার মূল্য সম্প্রতি বার্ষিক তিন টাকা স্থলে ২৸০ আড়াই টাকা করা হইয়াছে।

বন্ধুগণ সত্বর গ্রাহক হউন! এই সুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

বাংলার কচুরীপানা সপ্তাহ, ২৩—৩০ এপ্রিল, ১৯৩৯

কচুরীপানা আমাদের দেশে আসিয়া যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা গ্রামবাসীদের জানা আছে। ইহা নৌকা চলাচলের পথ বন্ধ করে, মাছ নষ্ট করে, পানীয় জল দূষিত করে, মশা সৃষ্টি করে এবং যেখানে কচুরীপানা জমে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের আবহাওয়া নষ্ট করে ও মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া শস্য নষ্ট করে।

কচুরীপানাদ্বারা যে ক্ষতি হইতেছে তাহার হিসাব করিলে কোটী কোটী টাকা হয়। এই পানা এত তাড়াতাড়ি বাড়ে ও ছড়াইয়া পড়ে যে উহাকে একেবারে ধ্বংস না করিলে ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদের আরও অনেক ক্ষতি হইবে।

বাংলার জায়গায় জায়গায় গ্রামবাসীরা সরকারী কর্ম্মচারীদের উৎসাহে কচুরীপানা ধ্বংস করিতেছিল এবং করিতেছে। কিছুদিন তাহার ফল ভালই হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা হইতে কচুরীপানা আসিয়া যে সকল জায়গা পরিষ্কার করা হইয়াছে সেই সকল জায়গা পূরিয়া ফেলে।

এই পানাকে দেশ হইতে একেবারে উচ্ছেদ করিবার একমাত্র উপায় বাংলার সকল স্থানে এক সঙ্গে উহাকে ধ্বংস করা।

টাকা খরচ করিয়া মজুর লাগাইয়া এই পানা ধ্বংস করিতে গেলে কোটী কোটী টাকার দরকার। দেশবাসীর অথবা সরকারের পক্ষে এত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব।

যদি দেশবাসী সকল প্রতি গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কয়েকদিন কাজ করে তবে কোটী কোটী টাকা খরচ করিয়া যে ফল হইবে বিনা পয়সায় তাহার চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

এই উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে আগামী ২৩শে এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত (বাংলা ৯ই বৈশাখ হইতে ১৬ই বৈশাখ পর্য্যন্ত) কচুরীপানা সপ্তাহ পালন করা হইবে।

এই সপ্তাহে চিকিৎসা বিভাগ, দেওয়ানী আদালতের হাকিম ও কর্ম্মচারী, ও পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারী ছাড়া গভর্ণমেন্টের এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের নিজ নিজ কাজ হইতে ছুটী পাইবেন। তাঁহারা গ্রামবাসীদিগের সহিত একত্রিত হইয়া শৃঙ্খলার সহিত কচুরীপানা সপ্তাহ পালন করিবেন। বাংলা সরকার আশা করেন যে সরকারী কর্ম্মচারীরা ও শিক্ষিত লোকেরা এ কাজে যোগদান করিয়া কায়িক পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্য ও উপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইতে পারিবেন।

যাহাতে কচুরীপানা ধ্বংসের কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হয় সেজন্য প্রত্যেক গ্রামে, ইউনিয়নে, মহকুমায় এবং জেলায় একটী করিয়া কমিটি গঠিত হইবে। দরকার হইলে পানা কমিটিও গঠিত হইবে। গ্রামবাসীরা যাহাতে সকলে একত্র হইয়া গ্রামের সকলপ্রকার মঙ্গলের কাজে প্রবৃত্ত হয় তাহার শিক্ষা দেওয়াও এই সকল কমিটি গঠনের আর এক উদ্দেশ্য। এই সকল কমিটির কাজ হইবে, তাহাদের এলাকার মধ্যে যাহাতে কচুরাপানা ধ্বংসের কাজ শৃঙ্খলার সহিত এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় পূর্ব্ব হইতেই তাহার ভাল ব্যবস্থা করা, নিজ নিজ এলাকার মধ্যে গ্রামবাসীদিগকে এ সম্বন্ধে উৎসাহিত করিয়া তোলা।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা এখন হইতেই কমিটি গঠন আরম্ভ করিবেন এবং গ্রামবাসীদিগের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইয়া তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ বাড়াইয়া তুলিবেন, যাহাতে সকলে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কচুরীপানা ধ্বংসের কাজে প্রবৃত্ত হয়।

যেখানে যেখানে বিল আছে সেখানে প্রত্যেকটী বিলের জন্য একটী বিশেষ স্কীম (scheme) করিতে হইবে। এই বিলে যাঁহাদের যাঁহাদের স্বার্থ আছে, তাঁহারা সকলেই ঐ স্কীম (scheme) কার্য্যকরী করিবেন। বড় বড় বিলের স্কীমের সাহায্যের জন্য বাংলা সরকার কিছু টাকাও মঞ্জুর করিয়াছেন। বড় বিল স্কীমের সাহায্যের জন্য, এই সপ্তাহ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্যের জন্য ও এই সম্পর্কে অন্যান্য খরচ যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার জন্য বাংলা সরকার কিছু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই কচুরীপানা সপ্তাহের সফলতা নির্ভর করে দেশবাসীর সকলের সমবেত চেষ্টার উপর। তাই বাংলা সরকার সকলের নিকট আবেদন করিতেছেন যে দেশবাসী সকলে, ধনী, দরিদ্র, জমিদার, কৃষক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে, একত্রে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কচুরীপানা যাহাতে সমূলে নষ্ট করা যায় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

এই সপ্তাহের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হইলে দেশ এই মহাশত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং সকলের মনে দেশের ও গ্রামবাসীর মঙ্গলের জন্য আরও অনেক অনেক বিষয়ে সমবেত চেষ্টার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ বাড়িয়া যাইবে।

কচুরি পানা সপ্তাহ পালন সংক্রান্ত কতিপয় উপদেশ
গ্রাম্য কমিটির প্রতি

(১) গ্রাম্য কমিটি কচুরি পানা ধ্বংসের জন্য যতোধিক সম্ভব ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করিবেন। গ্রামের যে যে স্থান হইতে কচুরী পানা ধ্বংস করিতে হইবে অনুসন্ধান করিয়া তাহার এক লিষ্ট প্রস্তুত করতঃ সেই সকল স্থানে ভলাণ্টিয়ার প্রেরণের সুব্যবস্থা করিবেন।

(২) বিগত বন্যার সময় কচুরি পানা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। চাষাবাদী ভূমিতে এই সকল পানা চাষের সময় উৎপাটিত করা হইয়া থাকিবে বা জ্বালান হইয়া থাকিবে। গ্রাম্য কমিটি অনাবাদ ভূমিতে শুষ্ক বা তাজা পানা যাহাই দৃষ্ট হয় তাহাই ধ্বংস করিবেন।

(৩) জলীয় স্থান হইতে পানার উচ্ছেদ সাধনের জন্য গ্রাম্য কমিটি ইউনিয়ন কমিটির সহযোগে ভলাণ্টিয়ারদিগকে 'কোটা' সরবরাহ করিবেন। খাল, বিল, নদী ইত্যাদিতে ইউনিয়ন কমিটির সাহায্যে নৌকারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ২২শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন কমিটি দেখিয়া লইবেন প্রত্যেক গ্রামে যথেষ্ট নৌকা বা কোটার বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না। অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিস্তীর্ণ স্থানের জন্য অধিক লোকের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) পানা উঠাইয়া হয় তো পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, কিম্বা কোন গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া কাদা বা মাটী দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। পানা শুকাইয়া পোড়াইবার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিতে হইবে। কচুরি পানা সপ্তাহ পালনের কিছুকাল পরে পানা পোড়াইবার জন্য একটী তারিখ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে এবং সর্ব্বত্র পানা পোড়ান হইয়াছে কি না তাহা দেখিবার জন্য ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যেক গ্রাম পরিদর্শন করিবেন।

ধাতু-দৌর্ব্বল্যের ঔষধ

ধাতু-দৌর্ব্বল্য এক বিকট ব্যাধি। আপনার শরীরের বর্ণ হল্‌দে হইয়া থাকিলে এবং দুর্ব্বল হইয়া থাকিলে বা অন্য কোন উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকিলে সত্বর ধাতু-দৌর্ব্বল্যের ঔষধ চাহিয়া লউন। মূল্য প্রতি শিশি—৷৷০।

ডাক্তার মাহবুবুর রাহমান বাঙ্গালী, এম, বি।
কাদিয়ান, পাঞ্জাব।

পায়োরিয়া

সর্ব্ব-প্রকার দন্ত-রোগের—যথা, দাঁত দিয়া পুঁজ বাহির হওয়া, দাঁত বেদনা ইত্যাদি রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

ডাঃ মাহবুবুর রাহমান বাঙ্গালী, এম.বি।
কাদিয়ান, পাঞ্জাব।